৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০৯ সংখ্যা, ০৪ পৌষ – ১০ পৌষ, ১৪৩২ ঃ ২০ ডিসেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 09, 20 December - 26 December, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

মা কালী কি কারও একার?

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নবম দশমে শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তথ্য

যাচাইয়ের জন্য প্রকাশিত হল এসএসসির ৪০ হাজারের তালিকা। ২৩,২১২ টি পদের প্রতি ১০০টির জন্য ডাকা হবে ১৬০ জনকে। পুরোনোদের ১০ নম্বর দেওয়া বাতিল করতে আন্দোলনে নামার হুমকি নতুনদের।

রবিবার : যুবভারতী স্টেডিয়ামে চূড়ান্ত বিশ্রীঙ্খলায় ভেস্তে গেল মেসি

শো। নেতাদের দলবল সারাক্ষণ ঘিরে থাকায় মেসিকে দেখতে না পেয়ে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালায় হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটা দর্শকরা। ক্ষমা চান মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার : পরবর্তী বিজেপি সভাপতি নিয়ে জল্পনার মাঝে

সবাইকে চমকে দিয়ে কার্যকরী সভাপতি পদে ঘোষণা করা হল বিহারের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ৪৫ বছরের নিতিন নবীনের নাম। প্রথা অনুযায়ী কার্যকরী সভাপতিই পরে সভাপতি হন।

মঙ্গলবার : রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে

রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর জন্য রাজ্যের বিল সই না করে ফিরিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতি। ফলে আচার্যের পদ নিয়ে বিতর্ক আপাতত বন্ধ হল।

বুধবার : যুবভারতী কাণ্ডে নিজেদের অস্বস্তি কাটাতে ক্রমেই

কড়া হচ্ছে সরকার। কোপ পড়েছে পুলিশের শীর্ষ মহলে। এই বিতর্কের মধ্যে পড়ে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। যদিও বিদ্যুৎ মন্ত্রী হয়ে তিনি রয়ে গেলেন মন্ত্রীসভায়।

বৃহস্পতিবার: আর জি করের ঘটনায় সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন

প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের করা স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতা হাইকোর্টে। নির্দেশ পালনে নজরদারি করবে হাইকোর্ট। তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিতে হবে নিহতের মা-বাবাকে।

শুক্রবার: লোকসভায় হৈ হট্টগোলের মধ্যে পাস হয়ে গেল

নতুন কর্ম নিশ্চয়তা বিল। বদলে গেল নাম। ১০০ থেকে বেড়ে কর্ম নিশ্চিত হল ১২৫ দিনের। বেড়ে গেল রাজ্যের দেয় অংশের পরিমাণ। দুর্নীতি রুখতে লাগু হল বহু নতুন নিয়ম।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলায় এস আই আর
অপপ্রচার চালাচ্ছে শাসকদল: সুব্রত ঠাকুর

কল্যাণ রায়চৌধুরি : সাম্প্রতিক এস আই আর পর্বে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছেন অনেকেই মৃত, নিখোঁজ, স্থানান্তরিত ভোটারসহ ম্যাপিংয়ের আওতার বাইরে আছেন, এমন অনেক ভোটারই পড়েছেন বাদের তালিকায়। এর মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণার মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারের সংখ্যাই বেশি। এমনটাই অভিযোগ সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্যর। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এসআইআর পর্বে আনম্যাপিং তালিকায় যারা এসেছেন, তাদের মধ্যে মতুয়াসহ উদ্বাস্তু হিন্দু সনাতনীদের সংখ্যাই বেশি। এক কোটি ছাব্বিশ যে ভোটাররা রয়েছেন এই আতস কাঁচের নিচে এই যে আনম্যাপিংয়ের সংখ্যা, তার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যার তুলনায় মতুয়া হিন্দু-উদ্বাস্তুদের সংখ্যা অনেক বেশি। এই মতুয়া হিন্দু উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, যে সিএএকে যদি এগারোটা নথির সঙ্গে আর একটি নথি হিসেবে সংযোজন করা হত, তাহলে এদের বাদ পড়ার সংখ্যা এত বেশি হতনা। ফলে এই

সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি, ক্ষোভ ও উদ্বেগ থেকে যাচ্ছে। আর এগুলি একটা জায়গায় পুঞ্জিভূত হলে একটা বারুদের স্তুপের আকার হবে। কারণ বাংলাদেশে থেকে আসা এইসব মতুয়া সহ 'উদ্বাস্তু মানুষদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আর কোনও রাস্তা নেই। কারণ তারাতো অত্যাচার, নিপীড়নের শিকার হয়ে আজ ভারতে এসেছেন। এদেরতো বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। কারণ তারাতো অত্যাচার, নিপীড়নের শিকার হয়ে আজ ভারতে এসেছেন।সে সমস্ত মুসলমানরা বিভিন্ন কাজে এখানে এসেছিলেন, তারা এই এসআইআর পর্বে আবার বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু এই বিশাল সংখ্যক মতুয়া হিন্দু উদ্বাস্তুরা পড়েছেন সমস্যায়। কারণ তারা এখন না ঘরকা, না ঘাটকা পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। আর এইসব মানুষদের সংখ্যা শান্তনু ঠাকুরের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তারা দাদা সুব্রত ঠাকুরের বিধানসভা এলাকাতেই বেশি।'

এরপর পাঁচের পাতায়

গভীর নিদ্রায় বুদ্ধিজীবীরা পথ বদলাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতি

ওঙ্কার মিত্র

৫০ বছর ধরে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব, দেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে ৩০ বছরের সংগ্রাম আর ৩৪ বছর ধরে ক্ষমতা-বিপ্লবের লুকোচুরি খেলা। এভাবেই ১১৪ বছর ধরে কেটে গেল বাংলার রাজনীতি। এর মধ্যে বাংলা ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ডিত হল, অশান্ত হল বারবার। বাঙালির ধমনিতে বয়ে গেল দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের ঠাণ্ডা স্রোত। বাঙালি তার আদর্শ, চরিত্র হারিয়ে পুরোদস্তুর রাজনীতি সর্বস্ব জাতিতে পরিণত হল। সমাজ সংস্কার, দেশসেবা ছেড়ে রাজনীতি হয়ে উঠল তার নেশা ও পেশা। বিপথের রাজনীতিতে রক্ত দিল বাঙালি। এই পর্যন্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন ভীষণ সক্রিয়। ভাষণে, নাটকে, সঙ্গীতে সংগ্রামের কুশিলব তৈরি করলেন তারা। বারবার মত বদল, দল বদল, রং বদল করলেন নিজেদের মতো করে। অবশেষে মূলত এঁদের অনুপ্রেরণাতেই দৃঢ় হল পরিবর্তনের দাবি।

সেই পরিবর্তন এল। এল সেই ডানপন্থীদেরই একটা খণ্ডিত অংশের হাত ধরে। বামপন্থীদের সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন চুরমার হয়ে জন্ম

নিল পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই কিছুটা ভালো থাকার স্বপ্ন। বুদ্ধিজীবীদের দেখানো এই স্বপ্ন নিয়েই কেটে গেল আরও ১৫ টা বছর। এর মধ্যেই সেই খেয়ে পরে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার স্বপ্নটাও ভেঙে খান খান করে দিল দুর্নীতি, নির্লজ্জ স্বজন পোষণ আর বখরা নিয়ে খেয়োখেয়ি। এসব দেখে এখন লেজ গুটিয়ে ময়দান ছেড়েছেন বুদ্ধিজীবীরা। রাজনীতি নিয়ে এঁদের মূল্যায়ন হল বিজেপি বিপজ্জনক, তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্থ, বাম ও কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক। এঁরা বুঝে গেছেন কোনো দলেই এঁদের আর স্থান নেই। কালোকে কালো সাদাকে সাদা বলার ক্ষমতা হারিয়ে এঁরা এখন ব্যক্তিত্বহীন জড়বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছেন। কেউ কেউ এখনও কিছুটা গুছিয়ে নিতে মুখ লুকিয়ে ক্ষমতার সঙ্গে লেগে থাকলেও বাকিরা নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা গিয়েছেন।

এই স্তব্ধতার সুযোগে পথ বদলে ফেলল বাংলার রাজনীতি। বর্তমান ধোঁয়াটে রাজনীতিতে বিশ্বাস হারিয়ে ধর্মেই আশ্রয় নিল মানুষ। বাঙালি কখন যেন অতীতের আদর্শ, বিপ্লব ভুলে ভাবতে শুরু করলো সব তো গিয়েছে, অন্ততঃ ধর্মটা বাঁচাতেই হবে। রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দুপক্ষই বুঝে নিল মানুষের এই ভাবনার পথেই হবে মোক্ষ লাভ। একমাত্র এই পথেই হারিয়ে যেতে পারে দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি সহ যাবতীয় কুকর্মের অভিযোগ। শুধু একটু ধর্মের হাওয়া দিলেই কেল্লাফতে। ক্ষমতা হবে চিরকালীন। ফলে বাংলায় এখন শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ, অবরোধ, হরতালের জায়গা নিয়েছে ধর্মীয় সভা, মসজিদ নির্মাণ।

এরপর পাঁচের পাতায়

সন্দেহজনক ১ কোটি ৩৯ লক্ষ

বরুণ মণ্ডল : এ রাজ্যের ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচির প্রথম ধাপে ৩৮ দিনের কর্মক্লান্ত প্রক্রিয়ার পর কলকাতা উত্তর জেলার ৭ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার সর্বমোট ১,৩৮,৭২৩ জন ভোটার এবং কলকাতা দক্ষিণ জেলার ৪ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার সর্বমোট ১,০৫,০৩৯ জন ভোটার ২০০২

কলকাতা

সালের ভোটারের 'বিশেষ সংশোধন তালিকার সঙ্গে নিজেদের কোনও যোগসূত্র দেখাতে পারেননি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এ রাজ্যের সর্বমোট ৩০,৫৯,২৭৩ জন ভোটার ২০০২ সালের ভোটারের বিশেষ সংশোধন তালিকার সঙ্গে নিজেদের কোনও যোগসূত্র দেখাতে পারেননি। এদের সবাইকে ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুনানিতে বুথের বিএলওর মাধ্যমে ডাকা হচ্ছে। নিজস্ব বিএলও শুনানিতে উপস্থিত থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বিধানসভা অনুযায়ী কলকাতা উত্তরে নো ম্যাপিং ভোটার সংখ্যা চৌরঙ্গী- ২২,৬৭৬ জন, জোড়াসাঁকো- ১৪,২৮৫ জন, শ্যামপুকুর- ১৫,৪৫২ জন, কাশীপুর-বেলগাছিয়া- ২১,২৯৪ জন।

এরপর পাঁচের পাতায়

খোঁজ নেই ২ লক্ষের বেশির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : ১৬ ডিসেম্বর সারা রাজ্য জুড়ে এসআইআর যেটা চলছিল তার খসড়া ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে১৭ ডিসেম্বর আলিপুরে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা নির্বাচন আধিকারিক ভাস্কর পাল এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

দঃ ২৪ পরগনা

আলিপুরে এসআইআর নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অতিরিক্ত জেলাশাসক ছবি : অরুণ লোধ

তিনি জানান, জেলার মোট ৮৮৫৯ টি পোলিং স্টেশন থেকে বিএলওদের তথ্য দেওয়া অনুযায়ী এস আই আর শুরু হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

নারী মর্যাদায় অঙ্গীকার যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভয়া সহ রাজ্য জুড়ে ঘটে চলা ক্রমাগত নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়া স্মরণ দিবস ৯ ডিসেম্বর থেকে থেকে ১৬ ডিসেম্বর নির্ভয়া দিবস পর্যন্ত জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা মঞ্চের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অঙ্গীকার যাত্রা সংগঠিত হয়। কোচবিহার, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও কাকদ্বীপ থেকে কয়েক হাজার অঙ্গীকার যাত্রী কলকাতার উদ্দেশ্য ৯ ডিসেম্বর থেকে রওনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল, সভা সমাবেশ হয়। ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর মূর্তি পাদদেশে এই কর্মসূচির সমাপনী সমাবেশ হয়।

প্রতিবাদী সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্ট তথা অভয়া আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'এই ধরনের কর্মসূচি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়ের আহ্বান।' এরই পাশাপাশি অঙ্গীকার যাত্রীদের উদ্দেশ্যে অনিকেত আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এখান থেকে ফিরে গিয়ে আপনাদের এলাকায়, মহল্লায় বিভিন্ন পেশার সর্বস্তরের মানুষকে নিজের পরিবারের, নিজের বোনের অধিকারের দাবিতে, অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে সচেতন করে সংগঠিত করুন।' সমাবেশে উপস্থিত হয়ে অভয়ার বাবা শাসকের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, 'ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এই শাসক আমাদের মৌলিক অধিকার হরণ করছে। আমরা শাসকের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করবো। অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে এতদিন পরেও আপনারা যেভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাতে আমার বিশ্বাস আমরা ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনবো।'

এরপর পাঁচের পাতায়

২৫ দিন কাজ বাড়লেও নাম বিতর্কে নতুন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের সীমা বাড়িয়ে ১২৫ দিন করে নতুন একটি বিল পাস করল যেটির নাম হচ্ছে সংক্ষেপে জি রাম জি অর্থাৎ 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন'। যেটির আগে নাম ছিল মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট অর্থাৎ মনরেগা। পূর্বের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ার জন্য বিরোধীরা সোচ্চার হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও এই নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টিকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। যদিও কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চোহান কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা করে জানিয়েছেন ভোট রাজনীতির জন্যই

মহাত্মা গান্ধীকে ব্যবহার করেছিল কংগ্রেস। মহাত্মা গান্ধীর নাম প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের তরফে সোনিয়া গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে মিছিলও করেন। তৃণমূল কংগ্রেসেরও একাধিক সাংসদ এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে। তবে শেষমেশ ধ্বনি ভোটে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন বিল পাস করিয়ে নেয়। নতুন এই বিলে কি কি প্রস্তাব রয়েছে? নতুন বিলে বলা হয়েছে ১০০ দিনের কাজের সীমা বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দ ৯০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশ করা হচ্ছে। আগে রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ হত এখন কোন রাজ্যে কত বরাদ্দ হবে তা ঠিক করবে কেন্দ্র।

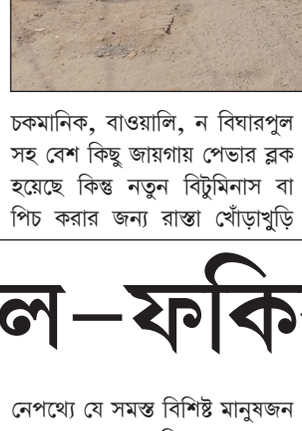

এরপর পাঁচের পাতায়

পরিচয়হীন কুপনে টাকা তোলা চলছে কচুয়ার লোকনাথ ধামে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিব সাধক লোকনাথ বাবার জন্মস্থান হিসাবে চাকলার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট ২ ব্লকের মাটিয়া থানার অন্তর্গত কচুয়া এখন ভক্তদের কাছে প্রসিদ্ধ। সময়ের চাহিদায় জনপ্রিয়তায় যেমন জোয়ার এসেছে তেমনই বদলেছে তার পরিকাঠামোও। প্রাচীন মন্দির ছেড়ে তৈরি হয়েছে নতুন মন্দির, বাঁধানো হয়েছে দুধ পুকুর, চত্বর জুড়ে বসেছে রকমারি স্টল। বহু ভক্ত প্রতিদিন আসেন, পুজো দেন, কেনাকাটা করেন, সারাদিন থাকেন।

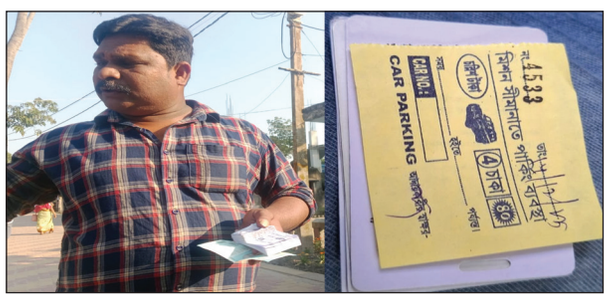

এই ভক্ত সমাগমের সুযোগে গাড়ি পার্কিংয়ের নামে নাম-ধাম বিহীন কুপনের মাধ্যমে চলছে টাকা আদায়। একটি পাকা ঘরে লোকনাথ বাবার ছবি টাঙিয়ে দেওয়ালে লিখে রাখা হয়েছে বিভিন্ন রকমের গাড়ির বিবরণ ও পার্কিং চার্জের পরিমাণ।

এরপর পাঁচের পাতায়

নেই টাকা, কাজ শ্লথ, গর্তে ভরা রায়পুর-চড়িয়াল রোডে দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহাকুমার বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত প্রায় ১১ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল হয়ে পড়েছিল। গত বর্ষার সময় পরিস্থিতি চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় পূর্ত দপ্তর এই রাস্তা সংস্কারের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। মাস দেড়েক আগে এই রাস্তার সংস্কারও শুরু হয়। এই রাস্তা সংস্কারে এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি। দীর্ঘ ১১ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে যেখানে রাস্তা বেশি খারাপ হত সেখানে পেভার ব্লকের কাজ শুরু হয়। কিন্তু অধিকাংশ রাস্তাটি খোড়াখুঁড়ি হয়েছে অনেকদিন হল কিন্তু কাজের গতি সেভাবে নেই। কাজের গতি অত্যন্ত শ্লথ। হলেও কাজ দ্রুত হচ্ছে না। রাস্তা খোঁড়াখুরির ফলে এবং ধুলোর কারণে নিত্যযাত্রীদের প্রতিদিনই ভোগান্তি হচ্ছে। অধিকাংশ জায়গায়

চকমানিক, বাওয়ালি, ন বিঘারপুল সহ বেশ কিছু জায়গায় পেভার ব্লক হয়েছে কিন্তু নতুন বিটুমিনাস বা পিচ করার জন্য রাস্তা খোঁড়াখুড়ি রাস্তা খোঁড়াখুড়ির ফলে গর্ত তৈরি হয়েছে তার ফলে নিত্যযাত্রীদের বিভিন্নভাবে হয়রান হতে হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে অটুট করতে বাউল-ফকির উৎসব

কুনাল মালিক

আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে অটুট করতে ঝড়খালি বাউল-ফকির মুক্ত মঞ্চ আয়োজন করতে চলেছে বাউল-ফকির উৎসব। সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের হেড়োভাঙ্গা বাউল ফকির মুক্ত মঞ্চ কমিটির পক্ষে রঞ্জন সুতার জানালেন, বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির মাঠে এই বাউল ফকির উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবছর ঝড়খালিতে বাউল ফকির উৎসব তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। আগামী ১০ জানুয়ারি রবিবার বিকালে মহাজনী গান পরিবেশন করবেন বাউল স্বপন অধিকারী(বর্ধমান), ওই দিন থাকবেন বাঁকুড়া জেলা থেকে জনক দাস বাউল, নদিয়া জেলা থেকে ভগীরথ দাস বাউল, নদিয়া জেলা থেকে বিপদভঞ্জন বাউল, হুগলি জেলা থেকে অরুণ ফকির, নদিয়া জেলা থেকে সঞ্চিতা সরকার এবং ঝড়খালির বাউল শিল্পীরা। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি রবিবার সকাল ১০ টায় থাকবে বৈঠকি মহাজনি গানের আসর। বিকেলে থাকবে মহাজনী গান নিবেদন করবেন প্রখ্যাত নদীয়ার শিল্পী মনসুর ফকির। আরো থাকবেন খইবুর ফকির, আমিরুল ফকির,

ঝড়খালি

উত্তরা বৈদ্য, শিশির ফকির, পিয়াস ফকির এবং আরো একজন শিল্পী প্রিয়াঙ্কা সিমু, সকলেই নদীয়া জেলা থেকে। ঝড়খালি বাউল ফকির মুক্ত মঞ্চ কমিটির যারা কর্মকর্তা আছেন তারা জানালেন, আমরা চাই মানুষের সম্প্রীতি এবং মৈত্রীর বন্ধন অটুট হোক সেই জন্য এই ধরনের বাউল-ফকির উৎসবের আয়োজন। পাশাপাশি আমাদের আদর্শ হল- সত্য বলো, সুপথে চল এবং সকলে সুস্থ থাকুন।

এবছর বাউল ফকির উৎসবে দুজন প্রখ্যাত শিল্পীকেও সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে জানা গেল। এছাড়াও এই বাউল ফকির উৎসবের নেপথ্যে যে সমস্ত বিশিষ্ট মানুষজন আছেন তারাও জানিয়েছেন এবছর একটি মেডিকেল ক্যাম্প করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও তারা চিন্তা ভাবনা করছেন। ২০২৩ সাল থেকে এই বাউল ফকির উৎসব হয়ে আসছে। প্রথম বছর ১ দিনের উৎসব ছিল কিন্তু সুন্দরবন এলাকার মানুষজন যেভাবে এই উৎসবে সাড়া দিচ্ছেন এবং গান শুনছেন তাতে বাধ্য করে উৎসব ২ দিন করা হয়েছে। উৎসবকে ঘিরে একটা মেলার পরিবেশও তৈরি হয়। এই ডিজিটাল বা আধুনিক যুগে বাংলার নিজের সম্পদ যে বাউল গান তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঝড়খালিতে যে বাউল ফকির উৎসব হবে এখানে সবই থাকবে মাটির গান এবং প্রাচীন বা আদি বাদ্যযন্ত্র। এখানে কোন সিন্থেসাইজার থাকবে না। থাকবে দোতারা বাঁশি একতারা সহ আদি বাজনা। সুন্দরবন এলাকার মানুষ এবং যারা পর্যটক হিসাবে এখানে আসবেন তারা মাটির গান শুনতে পাবেন এই সমস্ত বাউল ফকিরদের কাছ থেকে। ঝড়খালি বাউল ফকির উৎসব কমিটির পক্ষে নিরঞ্জন সুতার, শংকর বিশ্বাস, তপন মিস্ত্রী, বিরিঞ্চি সরদার, প্রকাশ বাইন, রঞ্জন সুতার, বিশ্বজিৎ সানা, অজিত মণ্ডল সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

অর্থনীতি

বাজারে ভলিউম নেই

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা লিখেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি নিচের দিকে ২৫,৫০০ এবং উপরের দিকে ২৬২০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আজ বুধবার সকালে এই লেখা যখন লিখছি তখন বাজার ২৫,৮৫০ এবং এর সাথে একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বাজারে ভলিউম একবারে নেই। যেটা খুব একটা ভালো সংকেত না। আমেরিকা ভারত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে নানা বিষয় রয়েছে, বেকারত্বের

হার বাড়ছে, ডলারের দাম বাড়তে বাড়তে ৯১ টাকার স্পর্শ করেছে কিন্তু এই যে ভলিউম না থাকা বা কমা সেটা কেবলমাত্র ছুটি ছুটি ভাব এবং সাহেবরা কম পজিশন নিচ্ছেন এর মধ্যে বেঁধে রাখার বিষয় নয়। নিশ্চিতভাবে এখানে তদারকি সংস্থার বড় ভূমিকা রয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের নানা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘোষণা সেগুলো বাজারকে বিশেষ করে ট্রেডারদের অনুৎসাহিত করছে এবং এর ফলে তারা ক্রিপ্ট কারেন্সি থেকে ফরেক্স এইসব জায়গায় শিফট করছে। এই মারাত্মক প্রবণতা কেবলমাত্র যে সরকারের কর খাতে ইনকামকে কমাচ্ছে না তার সাথে দেশের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি এই বিষয় নিয়ে আওয়াজ তোলার কেউ নেই বলেই মনে হয়। না কোন রাজনৈতিক দল, না কোন অর্থনীতিবিদ, নিরবে-নিভৃতে এই কাজগুলো ঘটে চলেছে। যেমনভাবে আমরা বিএসএনএলকে দুর্বল করে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আদর করে তুলেছি। এবং ওই সংস্থায় কিছু দুর্নীতি প্রবণ আধিকারিক টাকার বিনিময়ে বিএসএনএলকে দিনের পর দিন দুর্বল করে তুলেছিল। তখন খেলাটা ছিল ঘরের মধ্যে অর্থাৎ ভারতের সরকারি ক্ষেত্র এবং ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে। এখন বিষয়টা দাঁড়িয়েছে ভারতের সাথে বিদেশের। কাজেই এই খেলাটা ছেলে খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামনে দেখানো হচ্ছে রিটেল ট্রেডারদের বাঁচানোর জন্য এইসব করা হচ্ছে।

কিন্তু এর পেছনে কি খেলা আছে বা কোন খেলা আছে কিনা সেটা প্রশ্ন চিহ্ন, তবে এটা নিশ্চিতভাবে যে ভারত এবং ভারতীয়দের ক্ষতি করছে তা হলফ করে বলা যেতে পারে। এটাও ঘটনা এই মুহূর্তে বাজারে বড় কোন ঘটনা নেই যার ভিত্তিতে বাজার উপরের দিকে যাবে। তবে দিনের পর দিন যেভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা বিক্রি করছে এবং তার ফলে বিগত বছরে বিনিয়োগকারীরা যে মুনাফা দেখতে পাননি সেটা একটা বড় কারণ। এই সপ্তাহের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারকে আমরা একই লেভেল অর্থাৎ উপরের দিকে ২৬,২০০ এবং নিচের দিকে ২৫,৫০০ এই লেভেল কেই লক্ষণ রেখা বলে মনে করছি। যদি কোনো কারণে এই লেভেল ব্রেক করে সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের মুভমেন্ট কাঙ্ক্ষিত।

মোড়কের হাল–হকিকৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রাহকের আকর্ষণের প্রথম কেন্দ্রবিন্দু হল মোড়ক। মোড়কের ধরন অবশ্যই যদি ভালো হয় তবে সে জিনিসের গ্রহণযোগ্যতাও বেশ বেড়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে তাই বিভিন্ন শিল্পে মোড়ক উন্নতিতে গবেষণাও চলছে প্রতিনিয়ত। ভারতের তথা বিশ্বের এখন লক্ষ্য প্লাস্টিক দূরীকরণ বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে তাই প্লাস্টিকের জিনিস ব্যতিত কীভাবে মোড়কের আত্মপ্রকাশ ঘটানো যায় তা সকলেরই বিচার্জ এবং লক্ষ্য।

প্যাকেজিং কনক্লেভের আয়োজন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাসট্রি। এই সভায় বক্তব্য রাখেন আপ্লা ইন্ডিয়ার

ভাগিশ দিক্সিত। তিনি বলেন, প্লাস্টিকের জিনিসের ব্যবহার নিয়ে আমরা অনেক কিছুই ভুল জেনে আসছি। মাত্র পঞ্চম স্থানে রয়েছে প্লাস্টিকের মোড়কের বর্জ্য। প্লাস্টিককে নতুনভাবে প্রক্রিয়া করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সেটাই সব শিল্পোদ্যগীদের মাথায় রাখতে হবে। তাই এই মোড়ক ক্ষতিকর মোটেই নয়। আমাদের কাছে এটা 'মিথ'। বলাবাহুল্য প্রতিরক্ষার বেশিরভাগ জিনিসই প্লাস্টিকের মোড়কে থাকে।

রিসাইকেল সংস্থার সহ প্রতিষ্ঠাতা একতা নারিন বলেন, প্লাস্টিক মোটেই বর্জ্য নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার হচ্ছে, তবে বিশ্বের অর্থনীতিতে ৭.২ শতাংশই শুধুমাত্র বৃত্তবান। বর্জ্য পুনরব্যবহারের জন্য সবাইকে একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের সংস্থা ইতিমধ্যেই পুনরব্যবহারের জন্য প্লাস্টিক বর্জ্য ফিরিয়ে দিচ্ছে। যেমন রিলায়েন্স প্লাস্টিক বর্জ্য কিনছে এবং টাটা স্টিল ধাতব বর্জ্য কিনে নিচ্ছে। আবার মানুষের ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সরকারের সাথে আমরা কাজ করছি কেদারনাথ–এ। সেখানে প্লাস্টিক বর্জ্য তুলে জমা দিলে পয়সা পাচ্ছে। তাই কেউই আর যেখানে সেখানে ফেলছে না বরং কুরিয়ে নিয়ে জমা করলেই পেয়ে যাচ্ছে টাকা। ইতিমধ্যেই ভুটানের গেলেফু গ্রামে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এমন কাজ শুরু হচ্ছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উৎসব দিক্সিত, বণিক সভার সভাপতি প্রীতি এ সুরেকা সহ অন্যান্যরা।

পুরস্কার বিতরণ : ক্রেডাই কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর আয়োজন করেছিল সেরা ইমারতি সংস্থাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ৯ম এই 'ক্রেডাই কলকাতা রিয়েলিটি অ্যায়ার্ড'–এর আসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার জিতে নিয়েছে আর্বানা, মানি ভিসতা, হ্যাসেলটন, ডিটিসি গুড আর্থ, অ্যাক্রোপলিস জোকা, ডিটিসি প্রযেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড, আম্বুজা নেওটিয়া, ইমোরা সহ অন্যান্য ইমারতি সংস্থাগুলি। সিএসআরের বিভাগে পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে ডিটিসি এবং মার্লিন। উপস্থিত ছিলেন ক্রেডাই কলকাতার সভাপতি অপূর্ব সালারপুরিয়া, সহ সভাপতি আশোক সারাফ ও প্রথম রঞ্জন ত্রিবেদি সহ ইমারত সংস্থার কর্তা ব্যক্তিরা। ৭০ টি ইমারতি সংস্থার মধ্যে বেছে নেওয়া হয় ১৮ জন সেরার সেরাকে। ছবি : প্রীতম দাস

জেনে রাখা দরকার

ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ (ভারত)

৭. মুডিয়েট্টু নৃত্য নাট্য (২০১০)

দেবী কালী ও দৈত্য দারিকার যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নৃত্যনাট্যটি অনুষ্ঠিত হয় কেরালায়। এটি একটি জনগোষ্ঠীর আচারের অংশ এবং সেই আচারে যোগ দেয় গোটা গ্রাম। গ্রীষ্মে ফসল কাটা হয়ে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা মন্দিরে জড়ো হয় সমস্ত গ্রামবাসী। মুডিয়েট্টু নৃত্যশিল্পীরা উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের শুদ্ধ করে নেন। মন্দিরের মেঝেতে বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা হয় এক বিশাল কালীমূর্তি।

৮. বুদ্ধ বন্দনা, লাদাখ (২০১২)

লাদাখ অঞ্চলে মনাস্টেরি ও গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধ লামারা গৌতম বুদ্ধের পবিত্র বাণী পাঠ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন, ভাবনা ও শিক্ষার প্রচার হয় এই পাঠের মধ্য দিয়ে। লাদাখে দুই ভাবনার বৌদ্ধ ধর্ম পালন করা হয়– মহাযান ও বজ্রযান। এর সঙ্গেই রয়েছে চারটি অংশ– নিয়াংমা, কাগযুদ, শাদ্য ও গেলুক। এই প্রতিটি অংশেই রয়েছে নানান ধরনের বৌদ্ধ বন্দনা। বৌদ্ধ ও কৃষি দিনপঞ্জিকা অনুসারে বিশেষ বিশেষ দিনে এবং মানুষের জীবনচক্রের বিশেষ বিশেষ পর্বে এই বৌদ্ধ বন্দনা হয়। বৃদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও রিনপোবেদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এই বন্দনা করা হয়। অশুভ শক্তিকে দূরে রাখা এবং মনের শান্তি ও শুদ্ধতা প্রদান এই বন্দনা গানের লক্ষ্য।

৯. সংকীর্তন, মণিপুর (২০১৩)

মণিপুরের সমতলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মানবজীবনের বিভিন্ন পর্বে হরি সংকীর্তন করে। মন্দির প্রাঙ্গনে হয় সংকীর্তন। সংকীর্তনের বিষয় কৃষ্ণের জীবন ও কর্ম। নাচ ও গানের সংকীর্তন। মাধ্যমে হরি সংকীর্তন করা হয়। সাধারণত বাড়ির উঠোনে দুজন বাজনদার ও ১০ জন গায়ক–নর্তক সংকীর্তন পরিবেশন করে আর তাদের চারদিকে দর্শক তা উপভোগ করে। সংকীর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গভীর আবেগ। অনেক সময়েই আবেগরুদ্ধ দর্শকদের চোখে জল দেখা যায়। সংকীর্তনকে ঈশ্বরের বাস্তবিক উপস্থিতি মনে করা হয়।

১০. পেতল ও তামার কাজ, জান্দিয়ালা গুরুর তাথেরাস (২০১৪)

পাঞ্জাবের জান্দিয়ালার তাথেরাসরা সাবেক পদ্ধতিতে পেতল ও তামার বাসন তৈরি করে। তামা, পেতল ও নানান সংকর ধাতু, যা এই বাসন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো বলে মনে করা হয়। ধাতুর পাত পিটিয়ে নানান বাসনের আকার দেওয়া হয়। এই বাসন তৈরির পদ্ধতির শিক্ষা বংশ পরম্পরায় চলে আসে।

(ক্রমশ)

শরীর নিয়ে নানা কথা

পা ফোলা রোগের লক্ষণ হতে পারে?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

হাঁটতে গিয়ে বা জুতো পরতে গিয়ে খেয়াল করা যায়, যেমন যেন ভারী ভারী লাগছে পা। পা–টা যেন ফোলা ফোলা। জুতো বা মোজা আগের চেয়ে আঁটসাঁট লাগছে। এ–রকম পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। শরীরের কোথাও জলীয় কিছু জমে গিয়ে এমন ফুলে ওঠাকে বলে ইডিমা। শরীরের অনেক অংশেই এমন জল জমতে পারে, তবে অভিকর্ষের কারণে শরীরের নীচের দিকে জল নামতে থাকে বেশি। প্রথমেই লক্ষ করার বিষয় হল দুই পা ফোলা, নাকি এক পা। এবার জেনে নেওয়া যাক দুই পা একসঙ্গে ফুলে যাওয়ার কারণ এবং এক পা ফোলার কারণ:

দুই পা একসঙ্গে ফুলে যাওয়ার কারণ কোনও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যেমন উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ অ্যামলোডিপাইন অথবা অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন–জাতীয় ব্যথানাশক অথবা স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ, জন্মনিরোধক ওষুধের কারণে পা ফুলতে পারে। দরকার হলে ওষুধ পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

তাছাড়া অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের তৃতীয় ট্রাইমস্টা মানে শেষ তিন মাসে ইডিমা বা পা ফোলা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। যদি আপনার পায়ের শিরায় একমুখী ভাল্‌ভগুলো

দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে রক্ত জমে পায়ের শিরাগুলোয় ফোলাভাব সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে সাধারণত এটা দৃশ্যমান হয় খুব বেশি। স্থূল মানুষদের এটা বেশি হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পা ফোলা বা ইডিমা গুরুতর অন্তর্নিহিত রোগের লক্ষণ। যেমন হার্ট অকার্যকর, কিডনি অকার্যকর, লিভার অকার্যকর, থাইরয়েড হরমোনের অভাব, অপুষ্টি। এদের প্রতিটিরই নিজস্ব অনুষঙ্গ থাকবে। যেমন শ্বাসকষ্ট, মুখ ফোলা, পেট ফোলা, জন্ডিস, প্রস্রাব কম হওয়া বা না হওয়া, গলার স্বরে পরিবর্তন ইত্যাদি।

এক পা ফোলার কারণ: শরীরের নিম্নভাগ থেকে রক্ত ফেরত নেওয়ার কাজ করে যে শিরা, কোনও কারণে যদি এসব শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়, তাকে ডিম ভেইন থ্রম্বোসিস (ডিভিটি) বলে। ধমনির মাধ্যমে রক্ত পায়ে আসছে কিন্তু ফেরত যেতে পারছে না, তাই পা ফুলে যায়। উল্লেখ্য, জমাট রক্ত হৃৎপিণ্ড কিংবা ফুসফুসে গিয়ে মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতে পারে। হঠাৎ ব্যথার সঙ্গে এক পা ফুলে শক্ত হয়ে যাওয়া ডিভিটির মূল লক্ষণ। এর ঝুঁকি বাড়ে যদি কোনও রোগী দীর্ঘদিন বিছানাবন্দি থাকলে, ক্যানসার আক্রান্ত, পায়ে কোনও আঘাত পেলে, উড়োজাহাজ, ট্রেন বা বাসে লম্বা পথ ভ্রমণ করা। এছাড়া লসিকানালিতে ব্লক (লিম্ফ ইডিমা), প্রদাহ বা জীবাণুর সংক্রমণে সেলুলাইটিস (ত্বকের সংক্রমণ) হওয়ার কারণে পা ফুলতে পারে। অনেক সময় হাড় ক্ষয়জনিত হাঁটুব্যথাও পা ফোলার জন্য দায়ী।

পা ফোলায় করণীয়: হঠাৎ পা ফুলে যাওয়া সাময়িক যেমন হতে পারে আবার গুরুতর অন্তর্নিহিত রোগের লক্ষণও হতে পারে। কাজেই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক কারণ জানা অবশ্য করণীয়। এছাড়া কিছু নিয়ম মেনে চললে পা ফোলা সাময়িক কমে যেতে পারে। যেমন লবণ ও লবণজাতীয় খাবার কম খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং ঘুমের সময় পায়ের নীচে বালিশ দিয়ে পা একটু উঁচু করে রাখা।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভে ৬১৫ অ্যাপ্রেনটিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চিত্তরঞ্জন : পূর্ব রেলের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কক্স অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৬১৫ জন লোক নিচ্ছে।

নেওয়া হবে ফ্রেশার ও আই.টি.আই. ক্যাটেগরিতে, এইসব ট্রেডে: ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই), ইলেক্ট্রিশিয়ান, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি. মেকানিক, পেইন্টার (জেনারেল)। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

ফ্রেশার ক্যাটেগরি: অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট ও ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। *শূন্যপদ:* ফিটার ১০০টি (জেনাঃ ৪১, ও.বি.সি. ২৭, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ১০, প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসংকঃ ৩)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৫৬টি (জেনাঃ ২৩, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ইডব্রু. এস. ৬, প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসংকঃ ২)। মেশিনিস্ট ২৮টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসংকঃ ১)। টার্নার ১০টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু এস. ১)।মাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে পেইন্টার, ওয়েল্ডার, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক ট্রেডের জন্য যোগ্য। *শূন্যপদ:* ওয়েল্ডার (জিঅ্যান্ডই) ৪৪টি (জেনাঃ ১৮, ও.বি.সি. ১২, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ইব্রু. এস. ৪, প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসংকঃ ১)। পেইন্টার (জি) ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃ উঃজাঃ ১)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। এক্স–আই.টি.আই. প্রার্থীদের জন্য: অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর আই.টি.আই. থেকে ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট ও ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ফিটার ১৫০টি (জেনাঃ ৬০, ও.বি.সি. ৪১, তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ১৫, প্রতিবন্ধী ৬,

প্রাঃসংকঃ ৫)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৮৪টি (জেনাঃ ৩৪, ও.বি.সি. ২৩, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৬, ইডবু এস. ৮, প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃসংকঃ ৩)। মেশিনিস্ট ৪২টি (জেনাঃ ১৮, ও.বি.সি ১১, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ই, ডব্লু এস, ৪, প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসংকঃ ১)। টার্নার ১৫টি (জেনাঃ৬, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই,বু. এস. ২, প্রতিবন্ধী ১)। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই, থেকে পেইন্টার, ওয়েল্ডার, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন।

শূন্যপদ: ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ৬৬টি (জেনাঃ ২৬, ও.বি.সি. ১৮, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ই.ডবু.এস. ৭. প্রতিবন্ধী ৩. প্রাঃসংকঃ ২)। পেইন্টার (জি) ১টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ইব্রু. এস. ১)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

বয়স হতে হবে ২১–২২৬–এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, ইলেক্ট্রিশিয়ান, পেইন্টার, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ট্রেড ২ বছরের আর অন্যান্য ট্রেড ১ বছরের। স্টাইপেন্ড ফ্রেশার প্রার্থীদের বেলায় ৮,২০০ টাকা ও আই.টি.আই. পাশদের বেলায় ৯,৬০০ টাকা।

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। মনোনীত হলে প্রার্থীদের রেজিস্টার্ড ই–মেল আই.ডি ও মোবাইল নম্বরে এস.এম.এস. পাঠানো হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: TS/157/Act Apprentice/2025, Dated 03.12.2025.

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম পাবেন এই ওয়েবসাইটে: https://clw.indianrailways.gov.in তখন সঙ্গে দেবেন: বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যয়িত নকল আর ১০০ টাকার পোস্টাল অর্ডার বা, অ্যাকাউন্ট পেয়ী ব্যাঙ্ক ড্রাফট। PFA, Chittaranjan Locomotive Works"এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন Chittaranjan, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে। পৌঁছনো চাই ২ জানুয়ারির মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Principal, Technical Training Centre, CLW/ Chittaranjan, P.O. Chittaranjan, Dist. Paschim Bardhaman (West Bengal), Pin–713 331.

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২০ ডিসেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : যেকোনো কাজ করার আগে, এর জন্য একটি সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি করুন। এতে ক্ষতি রোধ হবে। অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে, আপনি আপনার কাজগুলি সংগঠিত করতে পারবেন না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আপনার কাজের চাপ ভাগ করে নেওয়া ভাল হবে। ব্যবসায় কিছু নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ আসবে।

বৃষ রাশি : ইতিবাচক থাকুন এবং কাজ করুন। ক্লান্তিকর দৈনন্দিন রুটিন থেকে মুক্তি পেতে, সৃজনশীল এবং আকর্ষণীয় কার্যকলাপের জন্য কিছুটা সময় বের করুন। বাইরের লোকদের হস্তক্ষেপও সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত কাজগুলি নিজেই করুন। আপনার ব্যবসায় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করার আগে সাবধানে চিন্তা করুন বা স্থগিত করুন।

মিথুন রাশি : কিছু প্রশংসনীয় কাজের কারণে আপনার ক্ষমতা এবং ক্ষমতা বাড়িতে এবং সমাজে প্রশংসিত হবে। আপনার অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে এবং আপনার আলোচনা ইতিবাচক হবে। কোনও আত্মীয়ের সাথে মতবিরোধ হতে পারে। ব্যবসায়ে বর্তমানে অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

কর্কট রাশি : পরিকল্পনা এবং ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা আপনার দক্ষতা আরও উন্নত করবে। স্থগিত প্রকল্পগুলি গতি পাবে। ধৈর্য এবং শান্ত থাকুন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ক্ষতিকারক হতে পারে। অলসতা ত্যাগ করার এবং উদ্যমী থাকার সময়। কিছু শুভ নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ নিয়ে আসবে, আর্থিকভাবে খুবই লাভজনক প্রমাণিত হবে।

সিংহ রাশি : আপনি যা কিছু করবেন তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে। রাজনীতির সাথে জড়িতদের জন্যও এটি একটি শুভ সময়। অর্থ সংক্রান্ত কোনও আপস এড়িয়ে চলুন। কোনও বিষয়ে ভাইবোনদের সাথে কিছু তর্ক হতে পারে। ব্যবসায় কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে, তবে আপনি সেগুলি সমাধান করতে সক্ষম হবেন।

কন্যা রাশি : আপনি কোনও যানবাহন বা মূল্যবান জিনিস কেনার কথা ভাবছেন, তবে এই সপ্তাহটি খুবই শুভ। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা না করে আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করুন। এই সময়ে কোনও ধরণের ভ্রমণ করা ঠিক নয়। শিক্ষার্থীরা তাদের কিছু প্রকল্পে ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে পারে। চাপ না দিয়ে আবার চেষ্টা করুন।

তুলা রাশি : ইতিবাচক ফলাফল আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখবে। তরুণরা তাদের পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ারের উপর মনোযোগ দিয়ে সাফল্য পাবে। ক্লান্তি এবং অলসতা কখনও কখনও আপনাকে অভিভূত করতে পারে, যা আপনাকে আপনার পারিবারিক দায়িত্বগুলিতে মনোনিবেশ করতে বাধা দিতে পারে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন প্রকল্প সম্পর্কে উত্তেজিত হবেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে নির্দেশনা পাবেন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলমান উত্তেজনা কারো মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান করা হবে এবং আপনার ব্যক্তিত্বেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এই সপ্তাহটি ব্যক্তিগত বিকাশ এবং সম্পর্ক উন্নত করার জন্য অনুকূল। প্রয়োজনে আপনার ব্যক্তিত্বে নমনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করুন। ব্যবসায় কিছু সুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

ধনু রাশি : আপনার প্রচেষ্টা স্থগিত কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করবে। আবেগের পরিবর্তে কৌশল এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা পরিস্থিতির পক্ষে হবে। এটি আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের সময়। তরুণদের অপ্রয়োজনীয় মজা বন্ধ করা উচিত। আপনার ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন।

মকর রাশি : আর্থিকভাবে খুবই অনুকূল থাকবে। আপনার ব্যক্তিগত কাজগুলি সুন্দরভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে, আপনি দ্রুত আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। পরিবারের প্রবীণদের সম্মানের প্রতি সচেতন থাকুন। ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ থাকবে।

কুম্ভ রাশি : পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল নয়, তবে আপনার সাহস এবং আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকবে। আপনার কাজের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত থাকুন। পরিবারের মধ্যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা শুভ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হবে। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ এবং আদর্শবাদী হওয়া ভাল ধারণা নয়।

মীন রাশি : বিশেষ অতিথিদের আগমন বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। পারিবারিক এবং পেশাদার কার্যকলাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে সঠিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। ছাত্র এবং যুবকরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের অনুকূল ফলাফল দেখতে পাবে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এখনই উপযুক্ত সময় নয়।

শব্দবার্তা ৩৭২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. কারাগার, জেলখানা ৪.শিশুর বা প্রতিষ্ঠানাদির নাম রাখা ৫. সকলের, সবার ৭. পরকাল, ৯. পরিবর্তন, হেরফের ১০. শ্রীকৃষ্ণ।

উপর–নীচ

১. প্রকাশ ২. অর্থভাণ্ডার, কোশ ৩. জরুরি ডাক ৬. বর্তমানে যে দামে জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে ৭.গ্রহণ ৮. কলহ, ঝগড়াবিবাদ।

সমাধান : ৩৭১

পাশাপাশি : ১. অভাব ৪.আরোপ ৫. চরিতকার ৬.পরিণয় ৭. সমাদর ৯. কপটাচার ১১.লহর ১২. রায়তা।

উপর–নীচ : ১. অপচয় ২. বরাত ৩. নজরদার ৪.আখেরি ৬. পলক ফেলা ৭.সরলতা ৮. দশের ১০. টায়রা।

ফের দখল চম্পাহাটি মেন রোড ও ফুটপাথ

পার্থ কুশারী, চম্পাহাটি : বেশ কিছুদিন দখলমুক্ত থাকার পর ফের চম্পাহাটি মেন রোড ও ফুটপাথ অবৈধ দখলদারদের কবলে চলে যাওয়ায় তীব্র জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারির অভাবে দখলদাররা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মাস ছয়েক আগে ধারে টোটো, অটো যত্রতত্র দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, এতে হাঁটাচলার জন্য ফুটপাথ ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং মেন রাস্তা যানজট বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশেষত প্রবীণ নাগরিক, ছাত্রছাত্রী ও কর্মজীবী মানুষের এই পুনরায় দখল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাঁদের মতে ফুটপাথ দখল

চম্পাহাটি পঞ্চায়েত কড়া পদক্ষেপে মেন রোড ও ফুটপাথগুলি অবৈধ নির্মাণ সামগ্রী থেকে মুক্ত করা হয়েছিল তখন সাধারণ মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে লক্ষ করা যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার একাংশ আবারো বিভিন্ন ছোট দোকান, নির্মাণ সামগ্রী এবং হকারদের দখলে চলে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাস্তার দুই হয়ে যাওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেন রোড দিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। প্রশাসনকে দ্রুত এই বিষয়ে নজর দিতে এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে এলাকাবাসীর তরফে দাবি জানানো হচ্ছে। চম্পাহাটির মতো জনবহুল এলাকায় এমন অবৈধ দখল ফের শুরু হওয়া প্রশাসনিক ব্যর্থতাকেই তুলে ধরেছে।

প্রতিনিয়ত ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গার ধারে ভিড় জমায় অসংখ্য পর্যটক। সেই সুবাদে গঙ্গার ধারেই পর্যটকদের জন্য চা–জল খাবারের দোকান তৈরি হয়েছে। কিন্তু দোকানের ও সাধারণ ব্যবহার করা চায়ের কাপ, ভাঁড়, থার্মোকলের বাটি সহ প্লাস্টিকের বোতল ফেলা হচ্ছে গঙ্গার পাড়েই। জোয়ারের সময় যা দূষণ ছড়াচ্ছে গঙ্গাবক্ষে সহ পর্যটক ক্ষেত্রে। প্রশাসন এদিকে দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ। দোকানদারেরাও মুখে কুলুপ এঁটেছে।

ছবি : প্রীতম দাস

অস্ত্র কেসে ধৃত মুহুরি

সুব্রত মণ্ডল, সোনাপুর : দালালের গুঁতোয় সোনারপুর থানায় যাওয়া ছিল এক বিড়ম্বনা। বারবার অভিযোগ জানিয়েও প্রশাসন ছিল নির্বিকার। থানার সামনে দালাল চক্র এতটাই সক্রিয় চিল যে থানার অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার উপায় ছিল না। সুযোগ বুঝে অভিযোগকারিকে ধরে নিয়ে থানায় অবাধ যাতায়াত ছিল এদের। নামে মুহুরি এই সব দালালদের সঙ্গে থানার ছিল অলিখিত যোগাযোগ।

অবশেষে পুলিশ অফিসার আশিষ দাসের তৎপরতায় সম্ভবত ভাঙতে চলেছে এই আঁতাত। আর্মস কেসে শুক্রবার ধরা পড়ে প্রদীপ পুরকাইত নামে এক মুহুরি। বাড়ি সোনারপুর ২ নম্বর ব্লকের আড়াপাঁচ গ্রামে। ধৃতের কাছে কোনও বৈধ লাইসেন্স ছিল না। ২ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে প্রদীপের। দালাল চক্র যে অপরাধ চক্রে পরিণত হচ্ছে এই ঘটনা তার প্রমাণ। এই গ্রেপ্তারিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পুরকর্তৃ পক্ষ জলকর বসাচ্ছেন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, পুরকর্তৃপক্ষ নাগরিকদের উপর নতুন করে জলকর বসাচ্ছেন। জানা গেল, জলের ফেরুল বাবদ পাঁচটাকা এবং ষ্টপ্‌কক্‌ বাবদ তিনটাকা কর ধার্য্য করছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে ফেরুল ও ষ্টপকক্‌ পরিষ্কার করার জন্য নাগরিকদের কোন পয়সা খরচ করতে হয় না। বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধিরা অভিযোগ করলেন যে পানীয় জলের জন্য প্রায় সব ওয়ার্ডে গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং তার ফলে প্রায় প্রতিমাসেই ফেরুল ও ষ্টপ্‌ককে লোহাচুর জমবে। সেক্ষেত্রে প্রতি মাসে ফেরুল ও ষ্টপ্‌কক্‌ পরিষ্কার না করলে জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে। নিয়মিত পরিস্কার করার জন্য নাগরিকদের প্রতি বছর মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যর করতে হবে সাধারণ নাগরিকদের উপর প্রচণ্ড আর্থিক চাপ সৃষ্টি হবে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। সাধারণ – নাগরিকদের ঘাড়ে এই করের বোঝা না চাপানোর জন্য তাঁরা পুরমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

১০ম বর্ষ, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৫, শনিবার, ০৭ সংখ্যা

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে কনভেনশন

ভক্তি বিশ্বাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : চড়িয়াল খালের দূষণ, জুটমিল শ্রমিকদের দুরবস্থা, পরিবহন সমস্যা সহ মহেশতলা বজবজ সাতগাছিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দাবিকে কেন্দ্র করে ১৩ ডিসেম্বর বজবজে রিজিওনাল মানবাধিকার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এরই পাশাপাশি রাজ্য ও দেশ জুড়ে নারী নির্যাতন, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ উন্মাদনা সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে কনভেনশনে। মহেশতলা, বজবজ, পুজালী পৌরসভার পাশাপাশি বজবজ–১ ও বজবজ–২ ব্লক থেকে বহু প্রতিনিধি এদিনের কনভেনশনে যোগদান করেন। পরিবেশ, জীবন, জীবিকার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় প্রস্তাব উপস্থাপন হয়। যার উপর প্রতিনিধিরা মতবিনিময় করেন। এদিনের

কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কার্যকরী সভাপতি সৌম্য সেন। তিনি বলেন, একদিকে মানুষের জীবন, জীবিকার করুন অবস্থা। প্রতিনিয়ত নারী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে। অবাধে পরিবেশ ধ্বংসকারী কার্যকলাপ চলছে। চরম সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, এসব নিয়ে বলতে গেলে প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এমনকি আক্রান্ত হতে হচ্ছে। যা মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার হরণের দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক চন্দন সাঁতরা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নরেন্দ্রনাথ কুলে। কনভেনশনে মীনা পান্ডে, অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রভান পাল, সমীর কুমার দাস, আইনজীবী মনোজ কুমার মণ্ডলকে নেতৃত্বে রেখে সিপিডিআরএস মহেশতলা বজবজ সাতগাছিয়া রিজিওনাল কমিটি গঠিত হয়। এদিনের কনভেনশনে আমন্ত্রিত হয়ে নবউন্মেষ সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চ, ইআরসিসিএমইউ, রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চ, বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধিরা শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কুম্ভকারদের ডেপুটেশন

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : সর্বভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির উদ্যোগে বেশ কিছু দাবি নিয়ে বাঁকুড়া জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন কুম্ভকার প্রতিনিধিরা। এই দিন বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা, সিমলাপাল, রায়পুর, ছাতনা, ও বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন ব্লকের থেকে মৃৎশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মাটির ব্যবস্থা করতে হবে এবং রয়েলিটি সম্পূর্ণ মুকুব করতে হবে। ৩) অসুস্থ, অক্ষম ও প্রবীণ কুম্ভকারদের জন্য মাসিক ন্যূনতম ৫,০০০/– টাকা ভাতা প্রদান করতে হবে। ৪) প্রতিটি জেলায় কুম্ভকার শিল্প ভবন নির্মাণ করতে হবে। ৫) ওবিসি(এ)

আগত প্রায় তিন শতাধিক কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মানুষ বাঁকুড়া শহরে মিছিল করে আসেন জেলা শাসকের দপ্তরে। সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি অবিনাশ পাল জানান, 'সকল সম্প্রদায়ের যেমন আলাদা আলাদা পর্ষদ গঠিত হয়েছে আমরা কেন সেরকম পর্ষদ থেকে বঞ্চিত থাকবো। আমাদেরও দাবিগুলি হল– ১) কুম্ভকারদের জন্য অবিলম্বে উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে হবে। ২) সার্টিফিকেট প্রদানের প্রক্রিয়া সরলীকরণ করে দ্রুততার সঙ্গে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ৬) শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরিখে কুম্ভকার সমাজের শিক্ষিত বেকারদের চাকরি দিতে হবে। ৭) শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনা বেতনে কুম্ভকার ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এইসব দাবি না মানা হলে, আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

আটক বাংলাদেশি ট্রলার সহ মৎস্যজীবী

রবীন দাস, নামখানা : আবারো ভারতের জল সীমানা লংঘন করে ভারতে অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে বাংলাদেশের দুটি ট্রলার আটক করল ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী। ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনীর সূত্রে খবর, ১৭ ডিসেম্বর সকালে আন্তর্জাতিক জল সীমানা লঙ্ঘন করে ভারতের জল সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে এফবি সুলতানা ও এফবি সাবিনাম নামে দুটি ট্রলার। এরপর ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশি এই দুটি সহ বাংলাদেশের ৩৫ জন মৎস্যজীবীকে আটক করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানাতে নিয়ে আসে। ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে বাংলাদেশের দুটি ট্রলারসহ ৩৫ জন মৎস্যজীবীকে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ ভারতের অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে ৩৫ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের ৩৫ জন মৎস্যজীবীকে কাকদ্বীপ মহকুমার আদালতে পেশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ভারতের জল সীমানায় মাছ ধরার সময় বাংলাদেশের নৌ বাহিনী জাহাজের ধাক্কায় ডুবে যায় ভারতীয় এফবি পারমিতা নামে একটি ট্রলার। ওই

ট্রলারে থাকা ১৬ জন মৎস্যজীবীদের মধ্যে ১১ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে অন্যান্য মৎস্যজীবী ট্রলার বাকি ৫ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয়েছিল। গতকাল ওই ট্রলারটিকে উদ্ধার করে বন্দরে নিয়ে এলে ট্রলারের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় ২ জন মৎস্যজীবীর মৃতদেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল গোটা এলাকায়। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ মৎস্য আধিকারিক সামুদ্রিক সুরজিৎ বাগ জানান, 'ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী বঙ্গোপসাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমানার কাছে টহল দেওয়ার সময় নজরে আসে বাংলাদেশের দুটি ট্রলার অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছে ভারতের জল সীমানায়। এরপর ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের ওই দুটি ট্রলারসহ ৩৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করে। ভারতে অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

নিখোঁজ শিশু উদ্ধার

সুব্রত মণ্ডল, বলাগড় : জিরাট কেবলপাড়ার বাসিন্দা প্রবীর সরকারের ৫ বছরের কন্যা সুস্মিতা সরকার। ১৭ ডিসেম্বর সকালে দাদু তপন দে–র সঙ্গে মামাবাড়ি কোবরা পাঁচপাড়া যাওয়ার পথে জিরাট কলোনি মাছ বাজারে নাতনিকে ভ্যানে বসিয়ে মাছ কিনতে যান দাদু। মাছ বাজার থেকে ফিরে দেখেন ভ্যানের উপর নেই নাতনি। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাজুড়ে মাইক প্রচারও করা হয় নিখোঁজ শিশুটির খোঁজে। বেলা এগারোটা নাগাদ হুগলী গ্রামীণ জেলা পুলিশের কাছে খবর আসে জিরাটের একটি হোটেলের সামনে একা একটি বাচ্চা মেয়েকে দেখা গিয়েছে। এরপর পুলিশ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিশুটির পরিচয় নিশ্চিত করে। আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দুপুরে বলাগড় থানার পুলিশ শিশুটিকে তার পিতা প্রবীর সরকার ও মামা স্বরূপ দে–র হাতে তুলে দেয়।

স্টল বুকিংয়ে অনিয়মের অভিযোগ

বিশাল দাস, শান্তিনিকেতন : শুরু হল এবছরের বহুল প্রতীক্ষিত শান্তিনিকেতন পৌষ মেলার স্টল বুকিং প্রক্রিয়া। তবে বুকিং শুরুর প্রথম দিনেই একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসায় ব্যবসায়ী মহলে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অনলাইনে স্টল বুকিং ব্যবস্থাকে ঘিরে বিভ্রান্তি, প্রযুক্তিগত সমস্যার পাশাপাশি স্টলের ভাড়া বৃদ্ধির অভিযোগে প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা গেলেও স্টল বুকিংয়ের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। দীর্ঘ সময় ধরে লগইন থাকার পরও বুকিং সম্পূর্ণ না হওয়ায় অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ছেন। ফলে প্রথম দিনেই বহু ব্যবসায়ী স্টল বুক করতে না পারায় ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, আরও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে স্টলের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে। ব্যবসায়ীদের দাবি, চলতি বছরে স্টলের ভাড়া আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। অথচ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছিল, ২০২৪ সালে যে হারে স্টলের ভাড়া নির্ধারিত ছিল, ২০২৫ সালেও সেই একই হার বজায় রাখা হবে। বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী মহলের একাংশের বক্তব্য, পূর্বঘোষণা সত্ত্বেও যদি ভাড়া বাড়ানো হয়ে থাকে, তবে তা স্পষ্টভাবে জানানো উচিত ছিল। হঠাৎ করে বাড়তি ভাড়া চাপিয়ে দেওয়ায় ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের পক্ষে পৌষ মেলায় অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

এ বিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। স্টল বুকিং সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবি জানিয়েছেন তারা। একই সঙ্গে, পূর্বঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী স্টলের ভাড়া নির্ধারণ করারও আবেদন জানানো হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের মতে, শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা শুধু একটি বাণিজ্যিক মেলা নয়, এটি বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই এই মেলাকে ঘিরে কোনও ধরনের অনিয়ম বা অস্পষ্টতা কাম্য নয়। দ্রুত স্বচ্ছতা ও সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও যেতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

নিম্নমানের রাস্তা তৈরির জন্য গ্রামবাসীদের ক্ষোভে ঠিকাদার

রুমা খাতুন, মুরারই : ১৫ ডিসেম্বর সকালে পুনরায় নতুনভাবে রাস্তা তৈরি করতে বাধ্য হল ঠিকাদার। বীরভূম জেলার মুরারই ২ নম্বর ব্লকের পলশা রূপরামপুর থেকে হরিশপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১১ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা মেরামতের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এত সকালে ঠিকাদার পুরনো, নিম্নমানের অংশ তুলে দিয়ে রাস্তার কাজ পুনরায় নতুনভাবে শুরু করেন বলে জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, কাজের গুণমান সঠিকভাবে যাচাই করে তারপরই নির্মাণ করা হোক, যাতে করদাতাদের টাকা অপচয় না হয় এবং রাস্তা দীর্ঘদিন টেকসই থাকে। এ বিষয়ে মুরারই ২ নম্বর ব্লকের

বিপুল অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এলাকাজুড়ে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে।

শিবরামপুর গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল, যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পিচ উঠে যেতে শুরু করে। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় শিবরামপুর গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে নামেন এবং রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে প্রশাসনের নজর পড়লে সোমবার বিডিও মিন্টু ঘোষাল জানান, 'বিষয়টি আমি দেখেছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রিপোর্ট পাঠানো হবে।'

অন্যদিকে ঠিকাদার দাবি করেন, তার অনুপস্থিতিতে ভুলবশত খারাপ মাল ব্যবহার করা হয়েছিল, তবে বিষয়টি জানার পরই তা সরিয়ে নতুন করে মানসম্মতভাবে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। যদিও আপাতত কাজ শুরু হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে, তবুও শিবরামপুরসহ আশপাশের এলাকার গ্রামবাসীরা চান প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে পুরো কাজ সম্পন্ন হোক।

সাগর মেলার আগে নতুন বাসস্ট্যান্ড

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ২০২৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। আগামী ৮ই জানুয়ারি থেকেই সাগরতটে পুণ্যার্থীদের ঢল নামবে। কিন্তু মেলার আগে জেলা প্রশাসনের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে প্রকৃতির রোষ। গত কয়েক বছরে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাগর পাড়। ভাঙনের ফলে মেলা গ্রাউন্ডের আয়তন অনেকটাই কমে আসায় এবার মেলার পরিকাঠামো সাজাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

এই সমস্যার মোকাবিলায় এবং মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় সামাল দিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বুধবার সাগরে নবনির্মিত গঙ্গাসাগর বাস স্ট্যান্ড–এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। মেলা গ্রাউন্ড সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় বাস স্ট্যান্ডটিকে আগের তুলনায় কিছুটা সামনে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে পুণ্যার্থীরা যানজটমুক্তভাবে যাতায়াত করতে পারেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ

আধিকারিক। ফিতে কেটে বাস স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করার পর মন্ত্রী জানান, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাগরতট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় ও সুবিধায় কোনো খামতি রাখা হবে না। নতুন এই বাস স্ট্যান্ডটি মেলার ভিড় নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা নেবে।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০২৬ সালের এই মেলা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই বছর কুম্ভ মেলা না থাকায় সারা দেশের রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী কপিল মুনির আশ্রমে ভিড় করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। অতিরিক্ত এই ভিড় সামলাতেই মেলা প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে বাস স্ট্যান্ডটিকে নতুন স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে। এতে যেমন মেলা চত্বরে জায়গা বাড়বে, তেমনই যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সুশৃঙ্খল হবে। ভাঙন কবলিত সাগর পাড় মেরামতের কাজও বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে।

আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা বিএলও–র

অরিজিৎ মণ্ডল, কুলপি : পারুলিয়া কোস্টাল থানার কালিচরণপুর এলাকায় এসআইআর কাজের চাপে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা বিএলও–র। জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পারুলিয়া কোস্টাল থানা এলাকার কালিচরণপুর এলাকার ২০৯ নং বুথের বিএলও তপন কুমার মণ্ডল ১৮ ডিসেম্বর নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। পরে পরিবারের লোকজন দেখতে পেলে তাকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এসআইআর প্রক্রিয়ায় সমস্ত কাজ করার পর ১১ জন ভোটারের হেয়ারিং এসেছে। এরপরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন সে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা নাগাদ বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন।

প্লাস্টিকের বিনিময়ে খাবার

মলয় সুর, ভদ্রেশ্বর : ভদ্রেশ্বর পৌরসভার রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের টুকরো সংগ্রহ করে পুরসভার একটি জায়গায় জমা দিলেই পাওয়া যাবে মা ক্যান্টিনের খাবার। প্লাস্টিক মুক্ত শহর তৈরির লক্ষ্যে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা। প্লাস্টিকের বিনিময়ে দেওয়া হবে কুপন সেই কুপন দেখিয়ে ভদ্রেশ্বর পাল বাগানে পুরসভা পরিচালিত মা ক্যান্টিনে বিনা পয়সার খাবার পাওয়া যাবে। প্রথমে ১ কেজি জমা দিলে দেওয়া হবে দুটি কুপন। ২ কেজি প্লাস্টিক দিলে মিলবে ৫ টি কুপন। এই সিস্টেম চালু হওয়ার পর থেকে খাবার খান। ভদ্রেশ্বর পৌরসভার অধীনে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৫৫০ জনের মত সাফাই কর্মী রয়েছেন। হাতে টানা গাড়ি, ভ্যান, যন্ত্রচালিত যান ও ডালাগাড়ি রয়েছে প্রায় ২০০টি। তা সত্বেও শহরের আনাচে–কানাচে অনেক প্লাস্টিকের টুকরো পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার জেরে একদিকে যেমন শহরের রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন হচ্ছে তেমনি দূষণ বাড়ছে। নিকাশী নালার মাধ্যমে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের বর্জ্য সরাসরি চলে যাচ্ছে গঙ্গায়। ম্যানহোলের মুখে প্লাস্টিক জমে থাকায় বর্ষার সময় শহরের নিকাশি

পাল বাগান মা ক্যান্টিনে বহু মানুষ প্লাস্টিক বর্জ্য জমা করতে আসছেন। এদের বেশিরভাগই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ। ভবঘুরে এবং ভিখারীরাও রাস্তা থেকে প্লাস্টিক কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন। সমস্ত স্তরের মানুষকেই এই কাজে সামিল হওয়ার জন্য পৌরসভার তরফে আহবান করা হয়েছে। করোনার সময় শ্রমজীবী এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য মা ক্যান্টিন চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে মা ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার পাওয়া যায়। মেনুতে থাকে ভাত, ডাল, সবজি ও ডিম। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০০ মানুষ মা ক্যান্টিনে ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। এই কারণে মুক্তির পথ খুঁজতে এই প্লাস্টিকের বিনিময় খাবার বিলির পরিকল্পনা নিয়েছে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা। ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, মূলত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই আমরা এই কাজের পরিকল্পনায় নিয়োজিত হয়েছি। মা ক্যান্টিন থেকে খাবার খেলে ৫ টাকা লাগে। অনেক গরিব দুস্থ আছেন যাদের কাছে ৫ টাকাও থাকে না। তারা এই সিস্টেমে যুক্ত হয়ে বিনা পয়সায় খাবার খেতে পারবেন। প্লাস্টিক দূর করলে খাবার মিলবে ভদ্রেশ্বর পৌরসভার এই ভাবনা, নিঃসন্দেহে অভিনব। এটা শহরের দূষণ ও কমবে।

মেলার আগে গুড়ের পসরা সাজাতে ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে, আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে সাগরদ্বীপ এবং মেদিনীপুর জেলার স্থানীয় খেজুর গুড় ব্যবসায়ীরাও চূড়ান্ত ব্যস্ততা শুরু করে দিয়েছেন। মেলার ভিড়কে কেন্দ্র করে গুড়ের চাহিদা যে তুঙ্গে উঠবে, তা নিশ্চিত জেনেই রাত–দিন এক করে চলছে গুড় তৈরির কাজ।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এই সময়টায় কেবল সাধারণ স্থানীয় মানুষজনই নন, মেলায় ডিউটিতে আসা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকেরাও বাড়ি ফেরার সময় কমবেশি প্রত্যেকেই গঙ্গাসাগর থেকে খাঁটি খেজুর গুড়

কিনে নিয়ে যান। এই বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্যই মেলার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই গুড় প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়ে যায়। গুড়ের মান বজায় রেখে অধিক উৎপাদনের জন্য এই সময়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন সাগরদ্বীপের বহু পরিবার, এবং মেদিনীপুর থেকেও বহু ব্যবসায়ী তাঁদের পসরা নিয়ে এখানে আসেন।

তবে গুড় প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের একটি বড় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ক্রমশ খেজুর গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে গুড় তৈরি করতে পারছেন না। এক গুড় ব্যবসায়ী আক্ষেপ করে বলেন, 'যদি বেশি সংখ্যক খেজুর গাছ থাকত, তবে আমরা আরও বেশি পরিমাণে গুড় তৈরি ও বিক্রি করতে পারতাম এবং আরও বেশি লাভবান হতাম।' এই বছরও মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে লাখো পুণ্যার্থীর ভিড় জমবে গঙ্গাসাগরে, যার ফলে গুড়ের ব্যবসা চাঙ্গা হবে বলে আশা করছেন স্থানীয় ও মেদিনীপুরের ব্যবসায়ীরা। প্রকৃতির উপহার এই সুস্বাদু গুড় দিয়েই নিজেদের অর্থনীতির হাল ফেরাতে প্রস্তুত সাগরদ্বীপ ও মেদিনীপুর থেকে আগত গুড় শিল্পীরা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আহত ১২

অভীক মিত্র, সিউড়ি : দুর্গাপুজোর হিসাব নিয়ে বচসা থেকে হাতাহাতি ও সংঘর্ষের ঘটনা কীর্ণাহার থানার কড়েয়া গ্রামে। সংঘর্ষে দুইপক্ষ মিলিয়ে ১২ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে ৩ জনকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সরকারি অনুদানে কড়েয়া গ্রামের পূর্বপাড়ায় দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়। এতদিন পুজোর দায়িত্বে ছিল অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠরা। সেই পুজোর হিসাব নিয়ে কাজল অনুগামীদের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রথমে ঝামেলা হলেও সাময়িকভাবে মিটে যায় কিন্তু ১৭ ডিসেম্বর সকাল থেকে ফের বচসা শুরু হয় তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘটনায় আহতদের মধ্যে রয়েছে দাসকলগ্রাম কড়েয়া–২ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি পীযুষকান্তি ভৌমিক। ইতিমধ্যে ৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০৯ সংখ্যা, ২০ ডিসেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫

বাংলাদেশের এই সংকটে

দেশটার নাম বাংলাদেশ। যেখানে বাংলা সংস্কৃতি, বাংলার মনন, বাংলার প্রকৃতিকে যুগে যুগে লেখক–কবি–শিল্পীরা ধারণ করেছিলেন। সেই বাংলার সৃষ্টি অখণ্ড ভারতের অন্তর্গত সত্য সুন্দর এবং সংগ্রামকে আত্মস্থ করে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ প্রাণের বলিদানে বিশ্বসভায় তার সম্মানীয় স্থান গত দু'বছরে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। যে বাংলাদেশ ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছে, যে বাংলাদেশকে এদেশের মানুষ আপন করে আগলে রেখেছিল এতকাল হঠাৎই সেই বাংলাদেশের বর্তমান স্বঘোষিত প্রশাসন এবং তার অনুগত সমর্থকরা দ্রুত শত্রু সুলভ আচরণ করে চলেছে। ভারতের সহিষ্ণু পররাষ্ট্রনীতির ধৈর্য্যের পরীক্ষা চলছে। বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, লুঠ, খুন সবই চলছে বিনাবাধায় এবং স্বঘোষিত রাষ্ট্র চালকদের মদতে। ভারতের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রে এই আগুন জ্বালানোর নেপথ্যে কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি রয়েছে তা আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার। বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে। যাঁরা আজ ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলাদেশকে ক্রমবর্ধমান হিংসা ও ভারত বিরোধীতা যে কোন সময়ে সামরিক পদ্ধতির দিকে যে কোন রাষ্ট্র থেকে কার্যকর হতে পারে। সে দেশের বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই ঘটনাক্রমে বিহ্বল। ইতিহাস ঐতিহ্য ধ্বংস করতে বর্তমান দিকভ্রান্ত এক শ্রেণীর প্রজন্ম শুধুই ধর্মের দোহাই দিয়ে বিশ্বনবীর মানবতাবাদের বিরোধী আচরণ শুরু করেছে। এদেশ ও বিদেশের ইসলাম ধর্মগুরু এগিয়ে আসুন বাংলা দেশের এই দু:সময়–এ আলোর পথ দেখাতে। পরমধর্ম সহিষ্ণুতা ও শান্তি, ভালবাসার পথে বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মকে ফিরিয়ে আনতে তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে বার্তা দিন। বাংলা দেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের কথায় –'মানুষের চেয়ে নাই কিছু মহীয়ান'। বাংলাদেশের সংকট সময়ে সমস্ত রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে ভারত সরকার–এর এ ব্যাপারে যাবতীয় পদক্ষেপে সামিল হোন। পরিচয় হোক মানবিকতা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

জ্ঞানীর সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও অজ্ঞানবিলাসীর কোন উপকার হয় না। এইজন্যই অজ্ঞাননিমগ্ন ব্যক্তি ব্রহ্ম–উপদেশের পাত্র হয় না, বরং অল্পবিবেকী উপদেশ গ্রহণ ক"রে ধীরে ধীরে অনুশীলনবশে সত্যবোধে সক্ষম হয়ে থাকে। আর বিবেকসম্পন্ন পুরুষকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ করার প্রয়োজন হয় না। বিবেকী জ্ঞানীই একমাত্র সৎকে জানেন, তাই তাঁর অন্তরে আমি ভাবের স্ফুরণ হয় না। শুধুমাত্র উপদেশকালে অল্পজ্ঞ জ্ঞানার্থীর প্রয়োজনে সেই জীবন্মুক্তগণ কৃত্রিম আমি, তুমি শব্দের সাহায্য নিয়ে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়ে থাকেন। সুতরাং হে রাম! দাম–ব্যাল–কট, দেবলোক, জগৎ ইত্যাদিকে অজ্ঞজন সৎ বা বাস্তব বোধ করে করুক, তুমি ধীমান, তুমি এই সকল অস্তিত্বকে প্রতীতি বলেই জ্ঞান কর। পুরুষ অর্থাৎ মনের কল্পিত আকারে নিরাকার, সর্বগত, চিদাকাশস্থ চিৎ আকারিত হন। চিৎ যে যে রূপে প্রকাশিত হন, সেই সেই রূপ কল্পনাৰশেই হয়ে থাকে। চিৎ যখন অসুরাকার ধারণ করেন, তখন তিনি নিজেকে অসুর রূপেই বোধ করেন। এই যে আমরা এখানে উপস্থিত শ্রোতা–বক্তা আছি আমরাও সেই চিতের প্রতিভাস বলে চিতেরই প্রকাশমাত্র। চিতের এই স্বাপ্নিক প্রতিভাসই হল জগৎ। সুতরাং জগৎ সত্য নয়, তা চিতের প্রতিভাসমাত্র। সেই চিদাকাশ জগদাকারে জাগ্রত থাকলেই দৃশ্য জগৎ প্রকাশ পায়। আবার তিনি যখন নিজেতে নিজে সুষুপ্ত থাকেন, তখন তার নাম হয় মোক্ষ। কিন্তু জাগ্রৎ–সুষুপ্তি ইত্যাদি অবস্থাও কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সকল অবস্থার আড়ালে সেই অকৃত্রিম ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সুতরাং যাবতীয় দৃশ্য, কল্পনা, বোধ সমস্তই ব্রহ্ম। রাম! তাই তুমি সমস্ত ভেদ দর্শন থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর। রাম বললেন, হে দ্বিজবর। সৎ আকারে প্রতীয়মান হলেও নিতান্ত অসৎ ঐ অসুরত্রয়ের দুঃখের অবসান হবে কি ক"রে? বশিষ্ঠ বললেন, যমরাজের কাছে যমকিঙ্করগণ তাদের জামাতা ঐ অসুরত্রয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করলে যমরাজ তাদের বললেন যে, তারা যখন নিজেরা নিজেদের কথা শুনবে, তখন তাদের মুক্তি হবে। দাম–ব্যাল–কট বিভিন্ন যোনীতে জন্ম লাভ করতে করতে অবশেষে কাশ্মীর প্রদেশে পৃথক ভাবে তিন পরিবারে জন্ম নেয়। ব্রত অনুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহবাসীগণ কোন পণ্ডিত রচিত দাম–ব্যাল–কট উপাখ্যান পাঠ করলে, সেই অসুরত্রয় তা শুনে পূর্বস্মৃতি ফিরে পেল। তারা বিষন্ন চিত্তে নিজেদের পতনের কারণ স্মরণ করতে করতে অবশেষে স্বরূপ বোধ ক"রে মুক্ত হল। মূঢ়বুদ্ধি মানুষ মায়ায় বিমুগ্ধ হয়ে বারবার সংসারদহনে দগ্ধ হয়েও সংসারেই আসক্ত থাকে, ভোগ–বাসনা বজায় রেখে সংসারেই ফিরে আসতে চায়। তাই তাদের বন্ধন–সার সংসারগতি কে রোধ করবে? অনুভবসিদ্ধ শ্রুতিসম্মত পথে যাঁরা চলে, তাঁরা কখনও বিনষ্ট হন না, পরম গতিই তাঁদের ভবিতব্য নিশ্চিত। যাঁরা সংসারের মোহে আবদ্ধ থাকায় বিরক্ত, সেই বৈরাগ্যবান্ মোক্ষার্থীগণ সৎশাস্ত্র শ্রবণ–মনন দ্বারা সার বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং যথাসময়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ ক"রে কৃতকৃত্য হন। যাঁরা সত্যজ্ঞান লাভ ক"রে নৈস্কর্য্য হয়েছেন, লোকপাল দেবগণ সেই উদাসী পুরুষদের পালন করেন। সৎশাস্ত্রের আলোচনা, বিহিতসাধনা ইত্যাদিতে রুচিশীল ব্যাক্তিগণ সমস্ত আপদ জয় করেন। তাঁরাই প্রকৃত মানুষ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ভোটে এখন দুটি তির মসজিদ আর মন্দির

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বাবরি মসজিদ নিয়ে আবারো গরম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একসময় তা ভেঙে ফেলার জন্য, আর এখন আবার সেই মসজিদ গড়ে তোলার জন্য। তাই বাবরি মসজিদের হাওয়া বদল হয়নি। শুধু জায়গা বদল হয়েছে মাত্র। তৃণমূলের এক বিধায়ক অলরেডি মসজিদের শিলান্যাস করে ফেলেছেন। এই কাজের জন্য যদিও তৃণমূল ওই বিধায়ককে 'সাসপেন্ড' করেছে। কিন্তু রাজনীতির নেতাদের সাসপেন্ড নামক বিষয়টি যে হাস্যকর। এ পর্যন্ত সাসপেন্ড হয়েছে এমন নেতাদের দিকে নজর দিলেই তা বোঝা যায়।

বাবরি মসজিদ তৈরি করতে গেলে সাসপেন্ড হতে হবে কেন? ওই বিধায়ক তাঁর দলের সুপ্রিমোর কাছ থেকে যা শিখেছে তাই তো করছে। তুমি জগন্নাথ ধাম করলে দোষের নয়, সে মসজিদ করলে দোষের? তোমার ধর্মের মন্দির তুমি করতে পারো, তাঁর ধর্মের মসজিদ সে করতে পারবে না? তুমি মন্দির গড়লে ধার্মিক হবে, আর মসজিদ গড়লে সে অধার্মিক? শুধু তুমিই নও। প্রধানমন্ত্রী রাম মন্দির করার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তা ও দোষের নয়। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হলে দোষের নয়। আর কোন বিধায়কের উদ্যোগে তা হলেই দোষের। তোমার অন্য নেতা ও মন্ত্রীদের বড় বড় বাজেটের পুজো হলে সেটা উৎসব আর মসজিদ হলে যত দোষ? তাদের বেলায় তাই বলতে বেশ সহজ, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাহলে মসজিদের ধর্ম যার সে তো তাই করতে চলেছে। তাহলে তার দোষ কোথায়? তৃণমূলের নেতা হলে মন্দির করবে, পুজো করবে কিন্তু মসজিদ করতে পারবে না। এমনটা তো নয়। তুমি মন্দির গড়বে, আবার মসজিদে নামাজ পড়বে বলে তুমি অসাম্প্রদায়িক, আর মসজিদ গড়লে অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না? অন্য নেতা মন্ত্রী মন্দির করলে অসাম্প্রদায়িক, পুজো করলে অসাম্প্রদায়িক, মসজিদ গড়তে গেলে তা হবেই না কেন? তোমার মন্দির আর মসজিদ নিয়ে তুমি অসাম্প্রদায়িক বার্তা কখনো কি দিতে পেরেছ? বার্তা দিলেও তার সুর আলাদা। যে সুর ধরে সাম্প্রদায়িক হাওয়া কৌশলে ঢুকে পড়ে। আর সেই কৌশলটায় ঢুকে পড়েছে কি এই বিধায়ক? আসলে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরির কারণটাই রাজনৈতিক, যার হাতিয়ার ধর্মই। এই সময়ে একটা কথা না বলে পারা যায় না। এখন ধর্ম প্রচারের জন্য সাধু, সন্ন্যাসী, মৌলবীদের আর দেখা যায় না। তাঁদের কাজ এখন রাজনৈতিক নেতারা নিয়েছেন। এগুলো দেখে মনে হয়, রাজনৈতিক নেতারা সমাজের জন্য সব কাজ যেন করে ফেলেছেন, শুধু ধর্ম প্রচার করাটাই বাকি আছে। এখন সমস্যা যা কিছু

যেন মন্দির আর মসজিদ না থাকায়। এ ব্যাপারে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতা এখন আবার মন্দির আর মসজিদের জন্য নয়। এখন সর্বসমক্ষে গীতা পাঠ থেকে কোরান পাঠ রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই প্রতিযোগিতা সমাজকে, মানুষকে, এমনকি আবেগতাড়িত হুজুগে মাতোয়ারা ধর্মীয় মানুষদের জীবনযাপনের কোন উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে বা পারছে। মানুষের জীবনযাপনের উন্নয়নে এখন যেন ধর্ম আর ধর্মের সুড়সুড়ি দেওয়ার শুধু কি প্রয়োজন। আর রাজনীতি মানে শুধু ভোট আর ভোটে জেতার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনে আজ রাজনৈতিক নেতারা আজ ধর্মীয় প্রচারক হয়ে উঠছেন। এই প্রচারে একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে। মানুষের মনুষ্যত্বের অবনমন হচ্ছে ক্রমশ। একদিন ধর্মের মধ্যে যে নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ থাকত আজকে তা হারিয়ে গেছে। আর রাজনীতির মধ্যে যেটুকু আদর্শ ছিল তা ও কি আজ বিপন্ন নয়? কারণ আজকের রাজনীতিতে আদর্শের চর্চাটাই তো নেই।

ভোটে জেতার জন্য ভোট ব্যাংক তৈরি করা যেখানে যেমনভাবে দরকার, যে সুবিধার প্রয়োজন তা যতই নিম্নমান ও রুচির হোক না কেন তা চলমান রাজনীতিতে সর্বদা স্বাগত। তাই বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান– কবি অতুলপ্রসাদ সেনের এই কথাটাই এখন রাজনীতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে প্রস্থান করেছে। প্রস্থান বলাটা ঠিক নয় কারণ আজকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির জন্য বিবিধের মাঝে মিলন মহান বিষয়টিকে ত্যাগ করতে হয়েছে। কবির কোনো কথা ভোটে জেতার জন্য যদি বলতে হয় তো বলা সহজ হতে পারে, কিন্তু সে কথার চর্চা করার প্রয়োজন আর পড়ে না।

রাজনীতি আর ধর্মের মেলবন্ধন কখনোই–যে সুস্থ পরিবেশ গড়তে পারে না তা আজকে বোঝা যায় না, তা কি বলা যায়? এই মেলবন্ধন গান্ধীজী থেকে নেতাজী কেউই চাননি। তাঁরা চাননি তো আর বললে হবে না। তাঁরা তো এই দলীয় রাজনীতির লোক নয়। দলীয় রাজনীতি যদি মন্দির আর মসজিদে ভোটে প্রসার লাভ করে, সেখানে মানুষের পরিচয় একটু হারিয়ে গেলে কি যায় আসে! মানুষের জীবনযাপনের সংকট হলেও কি যায় আসে! মন্দির আর মসজিদ যদি তা ভুলিয়ে দিতে পারে, এমন রাজনীতি চলছে চলবে। চলমান এই রাজনীতিতে সরকার পরিবর্তন হলেও এর অন্যথায় আর হবে না। তাই রাজনীতি কোথাও মন্দিরময় ও গীতাময়, কোথাও আবার মসজিদ ও কোরাণময়। ভোট এলেই তার প্রভাব আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ভোটের এখন দুটি তীর/ মসজিদ আর মন্দির।

দেশ দেশান্তরে

পশ্চিমকে টেক্কা দিতে চীনের 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট'

বিশেষ প্রতিনিধি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য উন্নত সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরিতে পশ্চিমা বিশ্বের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙতে গোপনে এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প গড়ে তুলেছে চীন। শেনঝেনের একটি কড়া নিরাপত্তা ঘেরা গবেষণাগারে দেশটি এমন এক অত্যাধুনিক যন্ত্রের প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে, যা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত চিপ তৈরির মূল প্রযুক্তি হিসেবে পরিচিত ইউভি লিথোগ্রাফি ব্যবহার করতে সক্ষম। সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরুতে সম্পন্ন হওয়া এই প্রোটোটাইপটি প্রায় একটি পুরো কারখানার সমান জায়গা জুড়ে রয়েছে। এতে কাজ করেছেন নেদারল্যান্ডসের চিপ যন্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা এএসএমএল–এর সাবেক প্রকৌশলীরা, যারা কোম্পানির ইইউভি যন্ত্র রিভার্স–ইঞ্জিনিয়ার করেছেন। যদিও যন্ত্রটি ইতিমধ্যে অত্যন্ত অতিবেগুনি আলো তৈরি করতে পারছে, তবে এখনো কার্যকর চিপ উৎপাদন শুরু হয়নি।

চীনা সরকারের লক্ষ্য ২০২৮ সালের মধ্যে এই যন্ত্রে চিপ উৎপাদন শুরু করা হলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে বাস্তবসম্মত সময়সীমা ২০৩০ সাল। তবুও এটি বিশ্লেষকদের ধারণার চেয়ে অনেক দ্রুত অগ্রগতি।

এই প্রকল্পটি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের অন্যতম অগ্রাধিকার– সেমিকন্ডাক্টরে আত্মনির্ভরতা অর্জনের–অংশ। হাজার হাজার প্রকৌশলী ও গবেষককে যুক্ত করে হুয়াওয়ের নেতৃত্বে এটি পরিচালিত হচ্ছে। গোপনীয়তার মাত্রা এতটাই কঠোর যে প্রকৌশলীদের ভুয়া

পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র ইইউভি যন্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা এএসএমএল। যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে নেদারল্যান্ডস চীনকে এই যন্ত্র বিক্রি বন্ধ রেখেছে। তবুও পুরনো যন্ত্রাংশ ও বিদেশে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে চীন এই প্রযুক্তির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই উদ্যোগ বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও ভূরাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

ব্যারাকপুর ও দমদম: অর্জুন মসিহা নাকি সৌগত বিবেক!

ভোটের • হাওয়া

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার অষ্টম কিস্তি...

"কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।"

রবিকবি সম্রাটের এই বিখ্যাত উক্তি যদি প্যারোডি করা যায় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? বললে যেমনটা হতো, অর্জুন হারিয়া প্রমান করিল, সে হারে নাই।

এ আবার কেমন প্যারোডি। অর্জুনটাই বা কে? আর হেরেও হারেননি মানেটা কি? এ অর্জুন হলেন রাজনৈতিক নেতা অর্জুন সিং। তিনি হলেন বর্তমান ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বেতাজ বাদশা তথাকথিত অর্জুন নামক এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এখান থেকে কখনও জেতেন। কখনও হারেন। কখনও তিনি এলাকার তৃণমূলী পাহারাদার। আবার কখনও উনি হয়ে ওঠেন বিজেপির আঞ্চলিক চৌকিদার। গায়ে অলওয়েজ সাদা জামা, সাদা প্যান্ট। কথার মধ্যে বাংলা ভাষায় স্পষ্ট দেশওয়ালি আত্মীয়তা। স্বভাব পুরোমাত্রায় ডেয়ার ডেভিল। নিন্দুকেরা বলে থাকেন, আরে বাবা ও তো মারকাটারি গোছের। আবার সহযোদ্ধাদের ধারণা, তিনি হলেন টিট ফর ট্যাট ঘরাণার। বর্তমানে কমুণ্ডুল ধারক হওয়ায় রাজ্য শাসক তো তাঁকে জব্দ করতে মামলার পর মামলাতে জড়িয়েছে। তাতে অবশ্য ডোন্ট কেয়ার অর্জুন সাহেব। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল যাঁর হাতের তালুর মতো চেনা সেই বিজেপির বর্তমান মুস্কিল আসান অর্জুনের কাঁধে চেপেই পদ্মবাহিনী ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছে। ব্যারাকপুর লোকসভা অঞ্চলের বিধানসভা আসনগুলোতে। ছাব্বিশের নির্বাচনী যুদ্ধে।

সুতরাং নেমে পড়ো এখনই দলগত সংযোগ মজবুত করতে। এমনই স্ট্র্যাটেজি মাথায় রেখে সম্প্রতি ব্যারাকপুরে এক জমজমাট দলগত মিছিল সারলেন রাজ্য গেরুয়া প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য। এমন মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সুকান্তবাবু এটা তো কাগজে কলমে সত্য। কিন্তু এ হেন পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা সাফল্যের মূল নেপথ্যের কারিগর কিন্তু সেই অর্জুন সিং। স্থানীয় এই প্রাক্তন সাংসদ গত চব্বিশের নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন তো ঠিকই। কিন্তু বর্তমান সাংসদ পার্থ ভৌমিক বাস্তবের মাটিতে তাঁকে এড়িয়ে আর যেতে পারছেন কই? ওই যে হারিয়া প্রমান করিল, সে হারে নাই। অর্জুনের অর্গানাইজড মিছিল আড়ে বহরে দেখে কি আর চুপ করে থাকা যায় নাকি? ফলে এখানকার গণদেবতার মন জয় করতে পার্থ ভৌমিকও এবার মনস্থির করে ফেলেছেন কাউন্টার রণনীতির তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবার মডেল সেবাশ্রয় প্রকল্প এখানে লাগু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। বিনামূল্যে দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা ফেরি করার পরিকল্পনাতে। এখন অবশ্য পার্থবাবুর বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই এমন যে, অর্জুন সিং নাকি ব্যারাকপুরের রাজনীতিতে কোনও ফ্যাক্টরই নয়। এখানকার মানুষ উনাকে নাকি পুরোপুরি বর্জন করেছেন। কিন্তু তৃণমূল সাংসদের হাবভাব যাই হোক না কেন, বাস্তবে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতা অর্জুন সিং এখনও যে একই পংক্তির সমার্থক শব্দ।

অন্যদিকে দমদম লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদের নাম সৌগত রায়। একদিকে বয়স জনিত কারণে তিনি কিছুটাতো অবশ্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে তাঁকে নিয়ে কিন্তু এখনও নানা রঙিন গসিপও ট্রোল হয়ে চলেছে স্যোশাল মিডিয়ায়। এ হেন অধ্যাপক তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথাপি বাংলার প্রবীণ রাজনীতিবিদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকেই একদা পরোক্ষে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলেন তাঁর দলেরই এক যুবনেতা বয়স ইস্যুকে হাতিয়ার করে। শেষমেষ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে গত লোকসভা নির্বাচনে দমদম থেকে প্রার্থী করে সে যাত্রায় সৌগতবাবুর মান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই সৌগতবাবুই কার্যত সম্প্রতি তৃণমূল দল সহ টিএমসি নেত্রীকে ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রায় প্রাক মুহূর্তে চরম বিরম্বনায় ফেলে দিয়েছেন এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে। স্থান বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্র। সময়টা গত অক্টোবর মাসের শুরুতেই। উপলক্ষ্য ছিল দল আয়োজিত ব্লক স্তরীয় বিজয়া সম্মিলনী। তিনি বলেছিলেন, যদি কোনও একটা পার্টি খেলা–মেলার মধ্যে চলে যায়, তবে তার পলিটিক্যাল সেন্স চলে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ছয় মাস পরে নির্বাচন। জেতাটাই আমাদের কাছে এখন একমাত্র লক্ষ্য। অন্য কিছু এখন করতে যাবেন না। পলিটিক্সটি ভুলে গেলে চলবে না। যারা ক্ষমতায় থাকা পার্টিতে আছেন তারা কি মনে রেখেছেন এটা শহিদদের পার্টি? নাকি ভাবছেন, এর মাধ্যমে যা কামিয়ে নেওয়া যায় তা কামিয়ে নিই। এটাই মূল বিষয় যে পার্টিটাকে দেখতে হবে পবিত্র হিসেবে।'

রাজনীতির ময়দানে সৌগতবাবুর এই উক্তিই যথেষ্ট আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে। এই প্রসঙ্গে ছক্কা হাঁকানোর মেজাজে সিপিএমের শতরূপ ঘোষ মন্তব্য করেন, আমাদের দল তৃণমূল সরকারের মেলা খেলার এজেন্ডাকে বরাবর সমালোচনা করেছে। পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মেলা খেলা করবো নাতো কি শ্রাদ্ধ করবো। তবে তো বলতেই হয় সৌগত রায় বুঝে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পলিটিক্যাল সেন্স চলে গেছে। একাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, সৌগতবাবু গোটা তৃণমূল দলটাকে আক্রমণ করতে গিয়ে ঘুরপথে নিশানা করেছেন বহু অভিযোগে অভিযুক্ত লিপস এন্ড বাউন্সের এক কর্তাকে। আসলে এটাও একটা ইনডাইরেক্ট পলিটিক্যাল রিভেঞ্জ মাত্র সময়ের তারতম্যে।

তবে এ প্রসঙ্গে একটা দার্শনিক বক্রোক্তি করেছেন ভাজপা রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সৌগত রায়ের অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত! দীর্ঘদিনের এই রাজনৈতিক নেতা বহুবারের জনপ্রতিনিধি। তৃণমূলের রোড ম্যাপের বাইরে বেরিয়ে তিনি তো নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে স্পষ্ট বলেছেন, এসআইআর হলে অসুবিধার কি আছে? কখনও কখনও তিনি টিএমসির বিবেক হয়ে ওঠেন আপন

ইক্যুয়েশনে। তৃণমূল যে তাদের দমদম সাংসদের বক্তব্য নিয়ে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে তা স্পষ্ট। সুতরাং আক্রমণই হলো আত্মরক্ষার হাতিয়ার এই ভোট ভোট মরশুমে তা প্রমাণ করে ঘাসফুল শিবিরের মন্তব্য, উনি কি বলেছেন সঠিক জানি না। তবে সারা বছর কোনও কর্মসূচীতে রইলাম না, কিন্তু নির্বাচনের সময় ভোট চাইতে যাব, এটা চলতে পারে না। তৃণমূলের এ হেন প্রেস ব্রিফিং নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে তো বিধানসভা ভোট আসন্ন। লোকসভার ভোট হতে যে হিসেব মতো অনেক দেরি। সাংসদ হিসেবে এখন নিজের জন্য ভোট চাওয়ার কোনও দায় নেই এই প্রবীণ পার্লামেন্টেরিয়ানের। তাহলে কি উনার এরকম বিবেকের ডাকে আক্ষরিক অর্থেই তৃণমূল দিশেহারা? সৌগতবাবুর ছোঁড়া শক্তিশেল কাউন্টার করার মতো সবুজ ঘাসের যুৎসই তির সত্যি কি নেই? দমদম এলাকায় ছাব্বিশেই ইভিএমেই মিলবে এর উত্তর।

যে ব্যারাকপুরের নাম একদা সারা দেশের মানুষের কাছে জুট ইন্ডাস্ট্রির মক্কা মদিনা হিসেবে পরিচিত ছিল সেই এলাকার পাট কারখানাগুলোর পাঠ আজ গুটিয়ে যাওয়ার অবস্থা বর্তমানে। তবে এই শিল্পতালুকের দলাদলি ও রেষারেষিটা কিন্তু ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক কালে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভোট ময়দানে দৃশ্যত হয়ে থাকে অত্যন্ত প্রকট ভাবে।

এই লোকসভা কেন্দ্রে ২০২৪ সালের ভোটে মোট ভোটার ছিল ১৫,০৮,৭২৮ জন। সেখানে সেবার তৃণমূল কিন্তু বিজেপির থেকে আসনটি কেড়ে নেয় ৬৪,৪৩৮টি ভোট অতিরিক্ত পেয়ে। তৃণমূলের প্রার্থী ৪৫.৫৬% ভোট পায় ৫,২০,২৩১ জন মানুষের সমর্থন আদায় করে। আর গেরুয়া প্রার্থীর কপালে জোটে ৪,৫৫,৭৯৩টি ভোট। সুতরাং মেরেকেটে ৩৯.৯২% গাণিতিক সাপোর্টে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে এই কেন্দ্রে সিপিএম টানা জয় পেয়েছিল ২০০৪ পর্যন্ত। ১৯৭৭ সালে এখানে কংগ্রেস প্রার্থী জিতলেও সেদিনের সাংসদ পরবর্তীতে দল বদলে ২০০৯ সাল থেকে দমদম লোকসভা আসন থেকে তৃণমূলের হয়ে জয় বগলদাবা করে সংসদে শপথ বাক্য পাঠ করতে যান। ২০০৯ ও ২০১৪ সালে ব্যারাকপুর লোকসভা ভোটে তৃণমূল জয়ের ডঙ্কা বাজিয়েছিল। তবে ২০১৯ সালে এই আসনে পদ্মফুল ফুটেছিল সবাইকে চমকে দিয়ে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর লোকসভা অঞ্চলের ভিতরে থাকা নবান্ন দখলের লক্ষ্যে সাতটি আসনের মধ্যে আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, জগদ্দল, নোয়াপাড়া এবং ব্যারাকপুরে তৃণমূল ধুয়ে সাফ করে দেয় বিজেপিকে। এইসব কেন্দ্রে সংখ্যানুক্রমের তৃণমূলের জয়ের পার্থক্য ছিল ২৫,৪৮৯, ১৩,৩৪৭, ১৮,৮৫৫, ১৮,৩৬৪, ২৬,৭১০ সহ ৯,২২২ ভোটের। একমাত্র ভাটপাড়া কেন্দ্রে ঘাসফুল হার মানতে বাধ্য হয়েছিল ১৩,৬৮৭টি ভোট কম পেয়ে। তাই সেখানে সে যাত্রায় ফুটন্ত কমল ফুলের দেখা মেলেছিল।

২০২১ সালের বিধানসভা ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে, অর্থাৎ পরপর দুটি ভোট ময়দানে তৃণমূল আক্ষরিক অর্থেই গেরুয়া সৈন্যদের পরাজিত করেছিল অনেকটাই কমান্ডিং অ্যাপ্রোচে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই এলাকায় নিজের দলের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের কাঁধে ভর করে সাতটি আসনেই টিএমসি জয়ের সুখস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ছাব্বিশের লড়াইকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে, সাংসদের ১৮০ ডিগ্রি অবস্থানে থাকা নেতা সিং ইজ কিং অর্জুনবাবুকেই তুরুপের তাস হিসেবে সামনে রেখে বিজেপি এবার এখানকার ঘাস বাগানে অ্যাসিড ছুঁড়ে দিতে রণকৌশল কারণে ব্যস্ত। তাদের টার্গেট স্থানীয় স্তরে অন্তত পাঁচটি আসনে পদ্মফুল ফোটাতে হবে যেনতেন প্রকারেণ।

১৯৭৭ সালে দমদম লোকসভা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমবারের ভোটে সেখানে জয় পায় জনতা দল। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের আগে পর্যন্ত সিপিএমের লাল ঝান্ডা ছিল জো জিতা হ্যায় সিকান্দারের ভূমিকায়। কিন্তু ১৯৯৮ সালে এখানে আচমকা জিতে যায় বিজেপি অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। এরপর ২০০৪ সালে আবার সিপিএম এই আসন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিল। পরে যদিও দমদম লোকসভা আসনটির একচেটিয়া অধীশ্বর হয়ে ওঠে তৃণমূল। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের চার চারটি ভোটে মিস্টার দমদম খেতাব অর্জন করেন সবুজ সেনাপতি। গতবারের ভোটে এখানে সর্বসাকুল্যে ভোটার ছিল ১৬,৯৯,৬৫৬ জন। তারমধ্যে ৩৬.৩৪% ভোট পেয়েছিল বিজেপি। যার অর্থ হলো বিজেপির পক্ষে ইভিএমে বোতাম টেপেন ৪,৫৭,৯১৯ জন ভারতীয় নাগরিক। তৃণমূল জেতে ৭০,৬৬০ ভোট বেশি লাভ করে। সুতরাং ৪১.৯৫% ভোট তৃণমূলের কপালে বিজয় তিলক এঁকে দেয় ৫,২৮,৫৭৯ ভোটদাতার অকুণ্ঠ মদতে।

রাজ্য শাসক দলের একতরফা দাপট কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট যুদ্ধেও একই ভাবে লক্ষণীয়। এখানকার ৭ টি আসনেই টিএমসি কোনও বিরোধীকে একচুল দাঁত ফোটাতে দেয়নি। খড়দহ, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, দমদম এবং রাজারহাট–গোপালপুর আসনে সবুজ আবীর স্বমহিমায় উড়েছিল যথাক্রমে ২৮,১৪০, ২৮,৪৯৯, ২৫,১৭৭, ৩৫,১০৪, ৩৫,১৪৭, ২৬,১৭৩ এবং ২৫,২৯৬টি ভোটগত ফারাকে।

অতএব ২০০৯ সাল থেকে যে ট্র্যাক রেকর্ড দমদম লোকসভা অঞ্চলে জ্বলজ্বল করছে তাতে তৃণমূল তো বেজায় খুশ। ছাব্বিশের ভোটেও সাতের মধ্যে সাতেই জমাটি খেলা হবে খেলা হবে ভেবে সবুজ কুশীলবেরা এখনই মোটামুটি ভাবে নিশ্চিন্ত। সেক্ষেত্রে পদ্মপ্রেমীরা ভাবছে, এবার এখানে মার দিয়া কেল্লা তারা করবেই করবে। কারণ নানা দুর্নীতি যোগের কারণে জনগণ এখন শাসকের প্রতি অনেকটাই বিরূপ। ফলে সেই ক্ষোভের আগুনের সলতে পাকিয়ে এখান থেকে চারটে আসন হাতড়াতে পারলেই ইউরেকা শব্দটা বলা যাবে বলে রাজ্য ভাজপা নেতৃত্ব মনে করেন। সুতরাং কার ভাগ্যে নবান্নের শিকে ছিঁড়বে তা ছাব্বিশেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উত্তরের আঙিনায়

রাধিকাপুর–বাঙ্গালুরু দূরপাল্লা ট্রেনের দাবি

তপন চক্রবর্তী, উঃ দিনাজপুর : রেল মানচিত্রে অবহেলিত উত্তর দিনাজপুরের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রান্তিক রেল স্টেশন কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুর থেকে দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালুরু যাবার দূরপাল্লা ট্রেনের দাবি জানিয়ে ১৫ ডিসেম্বর দিল্লিতে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে দরবার করলেন।

সাংসদ জানান, তিনি শুধু রাধিকাপুর–ব্যাঙ্গালোর ট্রেনের দাবিই জানাননি, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার আলুয়াবাড়ী রেল স্টেশন থেকে কলকাতাগামী একটি ট্রেনের দাবি জানিয়েছেন ইসলামপুর মহকুমার অগণিত যাত্রীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে। তিনি এও দাবি করেন, জেলার অসংখ্য মানুষ চিকিৎসার কারণে এবং উচ্চ শিক্ষার কারণে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রান্তিক জেলা থেকে দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে যেতে গেলে সুদূর কলকাতার হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়। যা সবার পক্ষে সম্ভব নয় আর্থিক কারণে। তাই উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের রাধিকাপুর রেল স্টেশন থেকে ব্যাঙ্গালুরুগামী (দ্বিসপ্তাহিক) একটি ট্রেন চালানো হয় তাহলে পিছিয়ে পরা মানুষরা ভীষণ ভাবে উপকৃত হতে পারেন। শুধু তাই নয় প্রস্তাবিত এই ট্রেনটি যদি দুর্গাপুর, আসানসোল, পুরী ও বিশাখাপত্তনম রুটে চালানো হয় তাহলে পর্যটন শিল্পও মজবুত হবে বলে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়ে বলেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী রায়গঞ্জের সাংসদকে তার প্রস্তাবিত ট্রেন চালুর ব্যাপারে খতিয়ে দেখার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনির্ধি, শিলিগুড়ি : সম্প্রতি শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ও শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মাঝখানে থাকা একটি শিবমন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটে। রীতিমতো দান বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় চোর। ঘটনার পরদিন সকালে মন্দিরের সেবায়েত প্রতিদিনের মতো সেদিনও মন্দির খুলবার সময় দেখেন দান বাক্স খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্টের পুলিশের দ্বারস্থ হয় মন্দির কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছাবার পর গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। ঘটনার তদন্তের স্বার্থে মন্দির ও মন্দিরের আশাপাশে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। সিসিটিভি ক্যামেরায় দুজনের যুবকের চিত্র দেখা যায়। দুজনের মধ্যে একজন ছিল বারুদ। ১৭ ডিসেম্বর রাতে পুনরায় সে মার্কেটের ওই দান বাক্সের টাকা চুরি করতে যাওয়ার সময় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বৃহস্পতিবার তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে। রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ বারুদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরির টাকা এবং চুরির ঘটনায় আরো কেউ বা কারা জড়িত রয়েছে কিনা যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখছে।

শ্রম কোডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোডের বিরুদ্ধে আজ শিলিগুড়িতে সকল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংযুক্ত কৃষক সভা সহ সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনগুলোর যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ি মহানন্দা নদীর ব্রিজ থেকে শিলিগুড়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। শিলিগুড়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য পুলিশ সাময়িকভাবে বাধা সৃষ্টি করায় সাময়

উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রভিডেন্ট ফান্ড আধিকারিককে সরাসরি যখন বলা হয় যে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংযুক্ত কিষাণ সভার যৌথ আন্দোলনে সকল ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে স্মারকলিপি হাতে তুলে দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত ১২ জন প্রতিনিধিকে তিনি অনুমতি দেন এবং তার পরবর্তীতে তার সাথে গিয়ে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এই বিক্ষোভ আন্দোলনে এ আই টি ইউ সি, সি আই টি ইউ, ইউ টি ইউ সি, এ আই সি সি টি ইউ, ১২ জুলাই কমিটি সহ অন্যান্য আরো সংগঠন এবং তার নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত সভা থেকে নেতৃত্ব ২২ ডিসেম্বর দেশ জুড়ে শ্রমকোডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কারখানা গেটে প্রতিবাদ সভা করার ডাক দেন এবং আগামীতে ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়।

পাকা রাস্তা নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনির্ধি, শিলিগুড়ি : ১৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ৯০,৮৮,৮২৯ টাকা অর্থানুকূল্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের শুভারম্ভ করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও ৪ নম্বর বরো চেয়ারম্যান সহ মেয়র পরিষদ সদস্যগণ এবং কাউন্সিলর ও আধিকারিকবৃন্দ। উক্ত

ওয়ার্ডের এলাকা জুড়ে পাকা রাস্তা ও আনুষাঙ্গিক যে কাজ শুরু হতে চলেছে তার জন্য উক্ত ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দ পুর কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান।

১৭ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ নং ডাবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেঙ্গল সাফারির সামনে ১৪ টি স্টল বিশিষ্ট কর্মতীর্থ হাট–এর শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

কৃষিমজুরের ঘাটতি, বিলম্বে শুরু আলু–পিঁয়াজের চাষ

দেবাশিস রায় : মাঠ থেকে আমন ধান খামারে ওঠার পর সোনার ফসলে গোলা ভরতির কাজও প্রায় শেষের দিকে। এবার বোরো ধানের পাশাপাশি রবিশস্য চাষের পালা। এইসময় দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। কিন্তু, বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও সর্বত্র কৃষিমজুরের ঘাটতির কারণে এইসব শস্য চাষের কাজ কার্যত দেরিতেই শুরু হল। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণবঙ্গে কৃষিমজুরের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বীজতলা সহ জমি তৈরি থেকে শুরু করে চারা রোপণ, জমি নিড়েন, চাপান সহ সার–কীটনাশক দেওয়া, ফসল কাটা সবেতেই নানাকারণে কৃষিমজুরের সংখ্যা কমছে। কৃষিজমির তুলনায় মজুরের ঘাটতির কারণে বহু কৃষককে চাষের কাজ নিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া কৃষকদের সমস্যাটা আরও গভীর। আর্থিকভাবে দুর্বল থাকায় বেশি মজুর নিয়োগ করে চাষের কাজ সময়মতো তোলার সামর্থ্য এনাদের থাকে না। ফলে চাষ শুরু করতেও দেরি হয়। এদিকে বিলম্বিত চাষের কারণে প্রতিবারই কৃষকদের নানাভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। তবুও, অনেক প্রত্যাশা নিয়েই চাষিরা এবারও সাধ্যমতো আলু–পিঁয়াজ চাষের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা এবং কাটোয়া মহকুমার একাংশ সহ হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে ব্যাপকভাবে আলু এবং পিঁয়াজের চাষ হয়। এমনকী, পার্শ্ববর্তী নদিয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এধরনের ফসলের কমবেশি চাষ হয়ে থাকে। এরই সঙ্গে কয়েকটি

জায়গায় ব্যাপকভাবে লঙ্কাও চাষ করা হয়। এককথায়, দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে এই সময় চাষিরা বোরোধানের পাশাপাশি মিশ্রফসল চাষের কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু, বিলম্বে চাষের কারণে এইসব ফসল এসময় একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে। ফলে, কৃষকরা আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিশেষ করে আলু, পিঁয়াজ, লঙ্কা প্রভৃতি ফসল সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছিল, গতবার আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের কবলে পড়তে হয়েছিল কৃষকদের। একাধিকবার বৃষ্টিপাতের কারণে আলু, পিঁয়াজ, লঙ্কা সহ নানাবিধ শীতকালীন শাকসবজির খেত জলে ভেসে গিয়েছিল। এমনকী, রকমারি ফুলফলাদির নার্সারিগুলিও কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশ্ব উষ্ণায়ণের কবলে পড়ে আবহাওয়া যেভাবে খামখেয়ালিপনায় মেতে উঠেছে তাতে এবারও চাষিদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট। কনকনে ঠান্ডার কামড় উপেক্ষা করে বহু কষ্টে ফলানো শীতকালীন ফসল সময়মতো নির্বিঘ্নে তুলে লাভের মুখ দেখতে পারবেন কি না সেটাই এবারও কৃষকদের লাখ টাকার প্রশ্ন! অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ২ নং ব্লকে কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতির স্বার্থে সরকারি প্রকল্পে কৃষকদের মধ্যে নানাবিধ কৃষি–যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হল। এই উপলক্ষ্যে বুধবার এডিএ কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শেখ শাহনেওয়াজ সহ অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিক এবং কর্মকর্তাগণ।

পঞ্চম আম্বেদকর মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চম আম্বেদকর মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সরকারী বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার। এই বছর প্রায় ১৫ টি জেলার ৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যার নিরীখে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শীর্ষে অবস্থান করছে। এছাড়াও দুই দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, মালদহ, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই পরীক্ষাটি বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজক হল তফশিলী টিচার্স ফোরাম এবং আম্বেদকর জন জাগরণী সমিতি। পরীক্ষায় মেধা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পঞ্চম থেকে

নবম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক স্কলারশিপ প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয় প্রতিবছর। আয়োজক সংস্থার মতে, সংবিধানের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা এবং ভবিষ্যৎ দেশ গঠনে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে তাদেরকে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়েই এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয় প্রতিবছর। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতির জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে আগেই সিলেবাস অনুযায়ী বই সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক সকলেই এই পরীক্ষা বিষয়ে শুধু সজাগ নন, বিশেষভাবে উৎসাহীও। অনেকেই জানালেন, তারা প্রতি বছর বিশেষ আগ্রহী হয়ে থাকেন এই পরীক্ষার জন্য। এই পরীক্ষা আয়জনের সাথে জড়িত শিক্ষক বিনোদ সরদার সাক্ষাৎকারে জানালেন, "আমরা এই 'আম্বেদকর মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা'–র মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের শিক্ষার বাইরে ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিজের দেশ সমাজ সম্পর্কে সজাগ ও অবহিত করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সমাজের পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিশেষ আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে আসছে এই উদ্যোগে। আমরা স্বপ্ন দেখি আগামীদিনে একাজ আরও সফল হবেই।" শিক্ষামহলে এই উদ্যোগকে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও সামাজিক সচেতনতা গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয় এই পরীক্ষাকে।

খোঁজ নেই ২ লক্ষের বেশির

প্রথম পাতার পর

তখন ৮৫,৯৪,৭০৮ জন ভোটার ছিল। তার মধ্যে ৭৭,৭৬,২৭৬ টি ভোটারের নাম উঠেছে। মৃত ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৩,৩৪,২৫৭ জন। যে সমস্ত ভোটাররা নিখোঁজ আছেন বা পাওয়া যায়নি তাদের সংখ্যাটা ২,২৭,৮১৪ জন। এছাড়াও বেশ কিছু ভোটার অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন। আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে হেয়ারিং শুরু হবে। প্রায় ৩,৩৭ হাজার জনের হেয়ারিং হতে পারে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ণাঙ্গ ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হবে।

১৯ ডিসেম্বর বিবিআইটির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার তুলে দেন সংস্থা চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা।

পথ বদলাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে যে দুদল রাজ্যে প্রাসঙ্গিক হতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে সেই বাম এবং কংগ্রেস বাংলা বাঁচাও যাত্রা, সংবিধান পাঠ করেও বাংলার মানুষের থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে তাদের অতীত কৃতকর্মের জন্য। আবার তাদের পক্ষে নতুন পথের চলতি রাজনীতিতে টক্কর দেওয়াও এক রকম অসম্ভব।

বেশ বোঝা যাচ্ছে এই ধর্মই ফের ১০০ বছর পর বাংলায় ফিরে এসেছে দীর্ঘ দিন রাজত্ব করবে বলে। একেই বলে রাজনৈতিক সমাপতন। ঠিক ১০০ বছর আগে ১৯২৬ সালের হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গায় কেঁপে উঠেছিল বাংলার আকাশ–বাতাস। বাঙালির রক্তে ভিজে গিয়েছিল কলকাতার মাটি। প্রাণ দিয়েছিল শত শত বাঙালি। গত ১০০ বছরের রাজনীতি সামাজিক চরিত্র হারিয়ে ফের ফিরে এসেছে বাংলায়। সেদিনকার বুদ্ধিজীবিরা যেমন বাংলার পাশ থেকে সরে গিয়েছিলেন, বিতর্কিত অবস্থা নিয়েছিলেন, সেটাই কী ২০২৬–এ ফের ঘটতে চলেছে বাংলার রাজনীতিতে? সেদিনকার মত আজকের রাজনীতিকরাও কী ধর্মের উনুনেই সেঁকবেন এবারের নির্বাচনের রুটি? উত্তর দেবে আগামী নির্বাচনের ফলাফল।

অপপ্রচার

প্রথম পাতার পর

এর প্রতিক্রিয়ায় গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এস আই আর তো শুধু মতুয়াদের জন্য নয়। এসআইআর একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। এটা সেই প্রক্রিয়ার নিজস্ব ভঙ্গিতেই হচ্ছে। এর গাইড লাইনে যে বারোটা তথ্য দেওয়া আছে। তার মধ্যে আধার কার্ডের সঙ্গে যে কোনও একটা তথ্যকে সংযোজন করলেইতো সমস্যা নেই। কারণ আধার কার্ড হল বারোতম তথ্য। এর সঙ্গে আগের এগারোটি তথ্যের যে কোনও একটি দেখালেই তো হবে। চার–পাঁচ বছর আগে যারা এসেছেন, তাদের কাছে একাধিক তথ্যই থাকার কথা। জমির দলিল থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য। তবে যারা একদিন আগে এসেছেন, তাদের ব্যাপার আলাদা। কারণ তাদের কাছে তো এগুলো থাকবেই না। তাদেরকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে সিএএ–র মাধ্যমে আসতে হবে। আসলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এসআইআর বিরোধী একটা অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে।'

সন্দেহজনক ১ কোটি ৩৯ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

বিধানসভা অনুযায়ী কলকাতা দক্ষিণে নো ম্যাপিং ভোটার সংখ্যা কলকাতা বন্দর– ২৯,২৪৮ জন, ভবানীপুর– ২৪,৭৩৭ জন, রাসবিহারী– ২৬,৪৩৭ জন এবং বালিগঞ্জ– ২৪,৬১৭ জন। ১৮ ডিসেম্বর থেকে বিএলও'রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে হিয়ারিং বিষয় নো লিঙ্কেজ ভোটারদের নোটিশ দিচ্ছেন।

পাশাপাশি খসড়া ভোটার তালিকার কমবেশি ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ভোটারের নিজস্ব পূরণ করা ইনুমারেশন ফর্মে পাওয়া তথ্য সন্দেহজনক মনে হয়েছে নির্বাচন কমিশনের। তাঁদেরকেও শুনানির দ্বিতীয় পর্বে ডাক করা হবে। তবে এই সংখ্যাটা কমে শেষ পর্যন্ত ১ কোটির সামান্য কিছু বেশিতে পৌঁছবে বলে নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের ধারণা। কারণ, প্রযুক্তিগত বা ডেটা এন্ট্রি বা অন্য কিছু ক্ষেত্রেও ভুল থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে কমিশন মনে করছে।

পরিচয়হীন কুপনে টাকা তোলা চলছে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেখানে কে এই পার্কিংয়ের টাকা নিচ্ছে তার কোনো হদিশ মিলবে না। না লেখা আছে মন্দির কমিটির বা কোনো সংস্থার নাম। টাকা নিয়ে যে কুপন দেওয়া হচ্ছে সেটিতেও উল্লেখ নেই কোনো নামের। যে যুবক এই কুপন দিয়ে পয়সা নিচ্ছেন তিনি এসব ব্যাপারে উত্তর দিতে নারাজ। এখানে আসা বহু পর্যটকের প্রশ্ন, সকলেই গাড়ি রেখে পয়সা দিতে রাজি, কিন্তু সেটা যথাযথ কুপনের মাধ্যমে নয় কেন? যে সংস্থা এই টাকা তুলছে কুপনে তার নাম থাকবে না কেন? যিনি টাকা তুলছেন তিনি কোনো সদুত্তর দিতে রাজি নয় কেন? তাহলে কি এই টাকা তোলার সঙ্গে কোনো অশুভ চক্র জড়িত?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মাটিয়া থানায় যোগাযোগ করলে তারা সরাসরি মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। কচুয়া লোকনাথ মিশনের তরফে কেয়ারটেকার সিন্টু হালদার ফোনে জানান, মন্দির উন্নয়নের জন্য এই টাকা তোলা হচ্ছে। এই নাম ছাড়া ছাপানো পুরানো কুপন রয়ে গিয়েছে তাই তাতেই টাকা তোলা হচ্ছে। নতুন করে ছাপালে তাতে নাম দেওয়া হবে। প্রতিদিন এত টাকা পার্কিং ফি তোলা হচ্ছে, তাহলে নাম ধামবিহীন কুপন বাতিল করে নতুন কুপন ছাপাতে অসুবিধা কোথায়? পুরনো কুপনে নাম ছাপা ছিল নাই বা কেন? প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই গেল।

অঙ্গীকার যাত্রা

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রকার শতরূপা স্যানাল, মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক, আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত, মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, শান্তি মল্লিক, নার্স আন্দোলনের নেত্রী ভাস্বতী মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টজনেরা। নারীর মর্যাদা রক্ষায় শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

রায়পুর–চড়িয়াল রোডে দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল রোড একটি গুরুত্বপূর্ণ রোড এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর যান বাহন চলাচল করে। নিত্যযাত্রীরা প্রতিদিনই অটো বা ম্যাজিকে করে তাদের কর্মস্থলে যায় এই রাস্তা দিয়ে। প্রচুর ছাত্রছাত্রীরাও যাতায়াত করে থাকে। সাধারণ নিত্যযাত্রীদের দাবি প্রশাসন কাজের গতিকে আরো দ্রুত করুক এবং দ্রুত রাস্তার সংস্কার করা হোক। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, 'অধিকাংশ রাস্তায় যেখানে পেভার ব্লক হওয়ার কথা তা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অন্য অংশে যেখানে পিচ বা বিটুমিনাস ঢালা হবে তার জন্য রাস্তা খোলা হয়েছে। ওই বিটুমিনাস টেস্টের জন্য ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়েছে সেই জন্যই একটু দেরি হচ্ছে। মানুষের হয়তো কিছুটা ভোগান্তি হচ্ছে একথা ঠিক কিন্তু আগামীদিনে সুন্দর রাস্তা বা পরিবহন ব্যবস্থার জন্য এই কষ্টটুকু স্বীকার করতে হবে। আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলছেন যে মালপত্র বা শ্রমিকের সমস্যা হচ্ছে অর্থের কারণে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা কারণ এই রাস্তার জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে টেন্ডার অনেকদিন আগে পাশ হয়েছে। সেই মোতাবেক রাস্তার সংস্কার শুরু হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষদের বলব একটু ধৈর্য ধরুন একটা সুন্দর ঝাঁ চকচকে রাস্তা এলাকার মানুষ উপভোগ করতে পারবেন।'

উন্নয়নের পাঁচালী

সাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশক্রমে এবং রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর

পূর্তি উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল রাজ্য সরকারের বিশেষ কর্মসূচি 'উন্নয়নের পাঁচালী'। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের ৯টি অঞ্চলে ৯টি ট্যাবলোর শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

বাংলার গত দেড় দশকের উন্নয়নের খতিয়ান সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই এই ব্যতিক্রমী কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, 'রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আজ থেকেই উন্নয়নের পাঁচালী'র শুভ সূচনা করা হল। গঙ্গাসাগরে যে ৯টি ট্যাবলোর যাত্রা শুরু হল, সেগুলি আগামী ১ মাস ধরে ৯টি অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের সাফল্য তুলে ধরবে।' এই ট্যাবলোর মাধ্যমে রাজ্য সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্য চিত্রায়িত করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার–এর মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি। পাশাপাশি, সুন্দরবন ও গঙ্গাসাগর এলাকার রাস্তাঘাট, সেতু, পানীয় জল এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের চিত্রও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

কর্মসূচির শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। মন্ত্রীর কথায়, 'সরকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর এবং এই উন্নয়নের পাঁচালী সেই প্রচেষ্টারই অংশ। প্রতিটি জেলায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মানুষ যাতে সরকারের জনমুখী কাজের বিষয়ে অবগত হতে পারেন, তার জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিষ্ণুপুর–২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলীর আমতলার সূর্যালয় সভাগৃহে বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'উন্নয়নের পাঁচালী' পর্বের শুভ সূচনা হল। উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা সাতগাছিয়া রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক শওকাত মোল্লা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সোমাশ্রী বেতাল এবং বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবকুমার বেতাল প্রমুখ। নবকুমার বেতাল বলেন, 'রাজ্য সরকার বিগত দিনে যে সমস্ত উন্নয়ন রাজ্যবাসীর জন্য করেছে, সেগুলি পাঁচালির মাধ্যমে প্রচার করা হবে গোটা বিধানসভা জুড়ে। এই প্রচার পর্ব চলবে আগামী একমাস ধরে।' প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন পর অনেকেই

বলছেন বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের নেতৃত্ববৃন্দের একটা ঐক্যবদ্ধ ছবি দেখল এলাকার মানুষজন।

রামপুরহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৫ বছরে বাংলার অবিচ্ছিন্ন উন্নয়নের

ধারাকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতেই শুরু হল 'উন্নয়নের পাঁচালী' প্রচার কর্মসূচি। ১৬ আগষ্ট দুপুরে রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের ৯ টি অঞ্চলে 'উন্নয়নের পাঁচালী' কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লক সভাপতি সুকুমার মুখার্জী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীরা। জানা গিয়েছে, আগামী এক মাস ধরে রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের নটি অঞ্চলে মোট ২৭টি টোটো প্রচারমূলকভাবে ঘুরবে। এই টোটো প্রচারের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, প্রকল্পের সুফল এবং আগামীদিনের পরিকল্পনার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, সরকার মানুষের জন্য কাজ করেছে এবং আগামীতেও এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

২৫ দিন কাজ বাড়লেও নাম বিতর্কে নতুন কর্মনিশ্চয়তা

প্রথম পাতার পর

তবে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে এই পরিবর্তন আগামীদিনে কেন্দ্র–রাজ্য বিশেষ করে কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সম্পর্ক এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলবে তা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কর্ম নিশ্চিত প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সূত্রের খবর রাজ্য সরকার ঠিক সময়ে সব হিসেব ঠিকমতো দিতে পারেনি, সেই জন্যেই কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ আছে। নতুন বিলে এই প্রকল্পের ৪০ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকারের ওপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আদৌ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ৪০ শতাংশ বরাদ্দ দিতে পারবে কিনা সে নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এই আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন চলছে। তাই প্রশ্ন উঠছে নতুন এই বিল যেটা ১০০ দিনের কাজের পরিবর্তে ১২৫ দিন করা হচ্ছে যেটা সংক্ষেপে জি রাম জি সেই প্রকল্প আদৌ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে তো?

বিপিএল ভাতা পেতে লাগবে কর্ণিয়ার ছবি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকায় কারা বার্ধক্যভাতা ও বিধবাভাতার মতো সরকারি অনুদান পাবেন, তা ঠিক করতে এবার ভাতা প্রাপকদের চোখের ছবি নেওয়া হচ্ছে। চলতি মাসের ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে কলকাতার ১৪৪ ওয়ার্ডে এই চোখের ছবি সংগ্রহের কাজ চলছে। কলকাতা পৌরসংস্থা আগামী জানুয়ারি মাসে কলকাতা পৌর এলাকার বিপিএল তালিকাভুক্ত সরকারি সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রকাশ করবে।

কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রতি বাড়িতে অঙ্গনওয়াড়ি মহিলারা যাচ্ছেন, ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী নাগরিকদের সন্ধানে। বিপিএল তালিকাভুক্ত বয়স্ক ব্যক্তির যেমন ছবি তোলা হচ্ছে, তেমনই কর্ণিয়ার ছবি নেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার সোসাল সেক্টর ডিপার্টমেন্টের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর বাড়িবাড়ি গিয়ে শুমারি হয়নি। অনুদান প্রাপকদের অনেকে হয় তো মারা গিয়েছেন বা কেউ হয় তো স্থায়ীভাবে কলকাতা পৌর এলাকার বাইরে চলে গিয়েছেন। তাঁদের নাম অনুদান প্রাপকের তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে। আবার অনেকেই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে চাইছেন। তাই অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা বর্তমান সুবিধাভোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম ধরে মিলিয়ে দেখছেন। যাদের পাচ্ছেন, তাঁদের চোখের কর্নিয়ার ছবি এবং ওই ব্যক্তির ছবিও নেওয়া হচ্ছে। মিতালিদির কথায়, ঠিক যেভাবে আধার কার্ডে চোখের ছবি নেওয়া হয়, ঠিক সেভাবে পৌরকর্মীরা ছবি তুলছেন। এই কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য এক হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। যাতে একজনেরও নাম বাদ না যায়।

ওই দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, যারা নতুন তাদের ব্যাঙ্কের নতুন সেভিংস অ্যাকাউন্ড করে দেওয়া হচ্ছে। নতুন পৌর মহাধ্যক্ষ সুমিত গুপ্তার আদেশনামায় পৌর তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সহযোগিতায় নয়া প্রযুক্তির সাহায্যে চোখের ছবি তোলার পর, তা অনলাইনে কলকাতা পৌরসংস্থার নির্দিষ্ট সার্ভারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ওয়ার্ডের বিপিএল তালিকাভুক্ত প্রবীণ নাগরিকদের নাম, ঠিকানা, বয়স ছবি–সহ পৃথক পোর্টালে যেমন নাম থাকবে। তেমনই অনুদান প্রাপকদের কাছেও নতুন তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আবার মৃতদের যদি কোনও অ্যাকাউন্ট চালু থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে।

কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। সঙ্গে দেওয়া হয় মানবিক প্রকল্প। পৌর তথ্যানুযায়ী কলকাতা পৌর এলাকায় বর্তমানে বয়স্ক ভাতা প্রাপক রয়েছে ১৩,৫০১ জন। বিধবা ভাতা প্রাপক ১৪,৫৭১ জন এবং মানবিক ভাতা প্রাপক হলেন ৩৩৫ জন।

ভারতে অষ্টম জনগণনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতবর্ষে ২০২৭ সালে যে জনগণনা হতে চলেছে, তা হল দেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের বিচারে অষ্টম জনগণনা। সঙ্গে স্বাধীনতার পর প্রথমবার এবারের জনগণনা হবে জাতিভিত্তিক(কাস্ট সেনসাস)। কিন্তু জাতিভিত্তিক জনগণনার মধ্যে কোন কোন বিষয় রাখা হবে, তা দেখেই কেন্দ্রীয় সরকারের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যাবে বলে বিরোধীরা মনে করছে। জাতিভিত্তিক জনগণনা হলে সমাজে কোন জাতির কী অবস্থা – শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা, কর্মসংস্থানে তারা কতটা পিছিয়ে তা জানা যায়। সরকারের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক নীতিতে জাতিভিত্তিক পরিসংখ্যান থাকলে সরকারি সুবিধা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ কাস্ট সেনসাস কেবল সংখ্যা নয়, এটি সমাজের কাঠামোগত বিশ্লেষণ। স্বাধীন ভারতের জনগণনায় কেবলমাত্র তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির হিসাব রাখা হয়। ওবিসিদের(আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস) নিয়ে কোনও জাতীয় তথ্য আজও নেই। দেশে শেষবার

জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯৩১ সালে।

অন্যদিকে, এবারই প্রথমবারের ডিজিটাল জনগণনা হবে। মোবাইল বা ট্যাবের অ্যাপের(জিও–ট্যাগিং) মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য এন্ট্রি করা হবে। ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম দফায় চলবে দেশের হাউজিং এনলিস্টিং অর্থাৎ প্রতিটি বাড়ির তালিকাভুক্তকরণ করা হবে। আর ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় হবে পপুলেশন ইনুমারেশন অর্থাৎ দেশের নাগরিকদের সংখ্যার গণনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কাজে গোটা অর্থ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার করছে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের গণনাকারী হিসেবে নিয়োগ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতি গণনাকারী সাম্মানিক হিসাবে ৩৫ হাজার টাকা সঙ্গে আরও বেশ কিছু সাম্মানিক পাবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছবে, চিনকে ছাপিয়ে গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রপুঞ্জের জনসংখ্যা বিষয়ক দপ্তর ইউএনএফপি'র (ইউনাইটেড নেশনস্ পপুলেশন ফান্ড) সাম্প্রতিক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই রিপোর্টে ভারতে মহিলাদের প্রজনন বৃদ্ধির হার কমারও বার্তা দেওয়া হয়েছে।

জেমস লং সরণি ও মহাত্মা গান্ধী রোড সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা, ঠাকুরপুকুর ও জোকা এলাকার জেমস লং সরণি এবং মহাত্মা গান্ধী রোডের সংস্কার করতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এই রাস্তা দু"টি কোথাও উঁচু–নীচু, কোথাও আবার ঢেউ খেলানো। আগামী কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে সংস্কার কাজ শুরু হবে দু"টি রাস্তাতেই। জেমস্ লং সরণির দুটি অংশ মিলিয়ে প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করা হবে। পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধী রোডের বিস্তীর্ণ অংশ প্রশস্ত করা হবে। জেমস লং সরণিতে প্রতিদিন বহু যানবাহন চলাচল করে। রাস্তা খারাপ থাকায় ভোগান্তির মধ্যে পড়েন নাগরিকরা। পথচলতি মানুষের সুবিধার্থে ঠিক হয়েছে, রাস্তার পশ্চিম পাড়ে ডায়মন্ড পার্ক ক্রসিং থেকে রাজা রামমোহন রায় রোড ক্রসিং পর্যন্ত অংশ জুড়ে নতুন করে রাস্তা তৈরি করা হবে। অন্যদিকে, কেইআইআইপি প্রকল্পের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের পর ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতাল ছাড়িয়ে চড়িয়াল খাল পর্যন্ত আগেই নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। এবার চড়িয়াল খাল থেকে আশাবরি মোড় পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরি হবে। সবমিলিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। বর্তমানে এই রাস্তাটি প্রায় ২২ ফুট চওড়া। আগামীদিনে এটি প্রায় ৪৫ ফুট চওড়া করা হবে। এ কাজের জন্য রাস্তার দু"পাশের বাতিস্তম্ভ ও ইলেকট্রিকের পোস্ট সরানো হবে।

অন্যদিকে, মহাত্মা গান্ধী রোড জুড়ে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ হয়েছে। এখানে ভূগর্ভস্থ বড়ো পাইপ বসেছে। বরো ১৬ অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লে এ বিষয়ে জানান, 'চড়িয়াল খাল পর্যন্ত যেখানে মহাত্মা গান্ধী রোড প্রশস্ত করে নতুনভাবে তৈরি হয়েছে, সেখানে ইলেকট্রিকের পোল এখনও রাস্তার ধারে সরানো হয়নি। কলকাতা পৌরসংস্থা সিইএসসির সঙ্গে কথা বলছে। দ্রুত এই কাজ হবে। বাকি রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হবে। রাস্তা আরও চওড়া হবে। রাস্তা চওড়া হলে যানজট কমবে, পথ চলতি মানুষেরও সুবিধা হবে। একই সঙ্গে জোকা এলাকায় ঢালিপাড়া মালপাড়ার নবপল্লি কল্যাণ সংঘ পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করে নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, উত্তর কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কাশীপুর রোড সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। পথটির বিস্তীর্ণ অংশ খানাখন্দে ভরে গিয়েছিল। কলকাতা পৌরসংস্থা এই রাস্তার পুরনো পিচ তুলে দিয়ে নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছে কাশীপুর রোড। এই পথ কলকাতার সীমানা পেরিয়ে বরাহনগর পৌরসভা এলাকায় ঢুকেছে। বাগজোলা খালের ওপরে থাকা ব্রিজ থেকে শুরু করে বরাহনগর বাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই রাস্তাটি ৫০ ফুট চওড়া এবং প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ। পথটির বহু জায়গা বিক্ষিপ্ত ভাবে উঁচু–নীচু। নতুন করে পিচে রাস্তা তৈরি করা হবে। এতে রাস্তা মসৃণ হবে। রাস্তার যে অংশে জল জমার সমস্যা আছে, সেখানে কংক্রিটের ব্লক বসানো হবে।

শিক্ষার উন্মেষ ঘটাচ্ছে 'উদ্ভাস'

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউ আলিপুর কলেজে উদ্ভাস শীর্ষক ছাত্রছাত্রীদের তৈরি মডেলের এক প্রদর্শনী সহ ২ দিনব্যাপী কুইজ ডিবেট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাচিক শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ড. জয়দীপ ষড়ঙ্গী, শিক্ষাবিদ ওম প্রকাশ মিশ্র, কল্যানী বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সিলর কল্লোল পাল, সরোজিনী নাইডু কলেজের প্রধান স্বাগতা দাস মহন্ত, বিধাননগর গর্ভনমেন্ট কলেজের অধ্যাপক সুতপা সান্যাল সহ স্থানীয় পুর প্রতিনিধি তথা কলেজের পরিচালক সমিতির সদস্যা জুঁই বিশ্বাস।

এদিন গণমাধ্যম বিভাগের এক ল্যাবরেটরি তথা হাতে–কলমে শেখবার জন্য এক স্টুডিওর উদ্বোধন করা হয় যেখানে পডকাস্ট সহ এক রেডিও সঞ্চালনা করা যাবে। কিভাবে কাগজ সাজানো হয় তাও হাতে কলমে শেখানো হবে এমনটাই জানালেন বিভাগীয় প্রধান অমর্ত্য সাহা। নিউ আলিপুর কলেজের প্রধান জানালেন, 'কোভিডের পরবর্তী সময় থেকে অ্যাভেঞ্জেসের নাম বদলে 'উদ্ভাস' নামে প্রতিযোগিতা মূলক মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে আসছে। এর নির্যাস হল শিক্ষান্তে তারা যা শিখলো হাতেকলমে তার প্রকাশ ঘটানো।'

শিক্ষাবিদ ওম প্রকাশ মিশ্র জানালেন, ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভাবনী প্রকিয়ার পরিচায়ক হিসেবে প্রদর্শন করেছে। এই কলেজ সমৃদ্ধ অনেক দিক থেকেই। তাই এই ব্যাপারে তাদের ভূমিকা অনেক প্রশংসনীয়।

ড. কল্লোল পাল বলেন, 'এই ধরনের অনুষ্ঠান কলেজে কলেজে হওয়া খুব দরকার। ছাত্রছাত্রদের প্রতিভা তুলে ধরার আদর্শ জায়গাই হচ্ছে কলেজ।'

সরোজিনী নাইডু ফর ওমেন্সের অধ্যক্ষ ড. স্বাগতা দাস মহন্ত বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভাসের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্বগুলো তুলে ধরছে। আশা করবো অন্যান্য কলেজেও এগিয়ে আসবে এই বিষয়টি নিয়ে।'

ছবি : প্রীতম দাস

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

চতুর্থ পর্যায়ের উচ্চমাধ্যমিক ফেব্রুয়ারিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টার অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার। শেষ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। একই সঙ্গে শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা। সংসদ সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য জানান, জানুয়ারি মাসের শেষদিকে চতুর্থ সেমিস্টারেরর পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার অ্যাডমিট দেওয়া হবে অনলাইনে। সংসদ স্কুলগুলিকে অ্যাডমিট কার্ডের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবে। স্কুলগুলি তা ডাউনলোড করে স্ট্যাম্পসহ স্বাক্ষর করে পরীক্ষার্থীদের বিতরণ করবেন। চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থাকবে সাদা প্যাকেটে আর তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থাকবে হলুদ প্যাকেটে। প্যাকেটের উপরে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নাম লেখা থাকবে বলে সংসদের এক আধিকারিক জানান।

উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার উত্তর লিখতে হবে সংসদের দেওয়া ২৪ পৃষ্ঠার খাতায়। প্রোজেক্টভিত্তিক বিষয়ে প্রশ্ন হবে মোট ৪০ নম্বরের আর প্র্যাক্টিক্যালভিত্তিক বিষয়ে প্রশ্ন হবে মোট ৩৫ নম্বরের। তাতে প্রথম পৃষ্ঠা বাদে পরবর্তী ২৩ পৃষ্ঠায়ও সকলেই প্রয়োজন পড়বে না। সেজন্যই পরীক্ষার্থীরা তোমরা যেখানে লেখা শেষ করবে। সেখানে যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা গার্ডে(পরীক্ষক) থাকবেন, ওনাকে দিয়ে স্বাক্ষর করে নিয়ে তবেই খাতা জমা করবে। এটা চতুর্থ সেমিস্টারের ক্ষেত্রে এবার থেকে বাধ্যতামূলক।

বার্তা

বেহাল: দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের দেওয়ালে এবং মেঝেতে বিশাল ফাটল দেখা দিচ্ছে। এর কারণ ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।
ছবি : সুমন সরদার

কার্নিভাল : পার্কস্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে উদ্বোধন হল ক্রিস্টমাস কার্নিভালের। উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কলকাতার বিশপ পরিতোষ ক্যানিং।
ছবি : অরুণ লোধ

ব্যবসা : বিসনেস কনভেনশনে নতুন নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।
ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

সৌন্দর্য্য : এই পথ যদি না শেষ হয়, ফুলের মরশুমে সুন্দর হয়ে উঠেছে মুচিশার আসে পাশের প্রায় সব রাস্তা ঘাট।
ছবি : অভিজিৎ কর

আবাসনের বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহুতল আবাসনের বর্জ্য জল নিকাশি নালায় ফেলা যাবে না। পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কলকাতা পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ জলস্তর ক্রমশ নীচে নামছে। রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের বার্তা ইতিমধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থায় চলে এসেছে। রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের নির্দেশ ২০ হাজার বর্গ মিটার বা তার বেশি ফ্লোর এরিয়ার কোনও বাড়ি

অথবা আবাসনের বর্জ্য জলকে 'রি–সাইকল করতে হবে। বর্জ্য জলকে দূষণ ও দুর্গন্ধ মুক্ত করে আবাসনের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে হবে। কলকাতা পৌর এলাকার বড় হাউজিং কমপ্লেক্সে এই নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমবেশি ২০ হাজার বর্গমিটার গ্রাউন্ড ফ্লোর বিশিষ্ট বহুতলের সংখ্যা কলকাতায় খুবই কম। এদেরকে আবশ্যিক রূপে বর্জ্য জলশোধনের জন্য পৃথক প্ল্যান্ট তৈরি করতে হবেই।

বর্জ্য জল ঠিক কতটা পরিশোধন করলে দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজে ব্যবহার করা যায়, তার নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে। এই জল গাছে দেওয়া, আবাসের গাড়ি ধোয়া, আবাসস্থলের লন ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রতি মাসে কতটা বর্জ্য জল পরিস্রুত কটা হয়েছে এবং সেই জল কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা রাজ্য পরিবেশ দপ্তর এবং কলকাতা পৌরসংস্থাকে জানাতে হবে। পরিবেশ দপ্তর ও কলকাতা পৌরসংস্থা মাঝে মধ্যে সমীক্ষা করবে। কাজটা কতটা হল।

যাওয়া আসার পথে পথে

মা কালি কি কারও একার?

প্রিয়ম গুহ

কলকাতার সঙ্গে কোলোনির যে একটা যোগ রয়েছে তা সবাই জানে। তপসিয়া অঞ্চল দিয়ে গাড়ি নিয়ে আসার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল বিশাল এক তোরণের দিকে। সবাই সেই দিকে ঢুকে পড়লাম ঢুকতেই দেখি দৃশ্যগুলো যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি? এ কথা জিজ্ঞাসা করতেই রিয়া আর সমীরণ মনে করিয়ে দিল বিভিন্ন সিনেমার কথা। অনেক জনপ্রিয় সিনেমারই শুটিং হয়েছে এখানে। সারি দিয়ে খাবারের দোকান, কিছুদূর যেতেই সসের কোম্পানি আর ইতি উতি চোখে পড়ছে চিনা মানুষদের। আসলে এটি হল চিনা কলোনি বা চায়না টাউন কলকাতার বিভিন্ন জায়গাতে চীনাদের আধিপত্য রয়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর কাছে পোদ্দার কোর্টের ওখানেও চিনা কলোনি দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালিরা এদের থেকেই চিনা খাবারের স্বাদ নিজের করে নিয়েছিল।

চায়না টাউন এর ভিতরে যত এগোচ্ছি ততই বাড়ছে চীন চীন গন্ধ। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে কলকাতা থেকে চীনে এসে পড়েছি। চারদিকে বুদ্ধদেবের ছবি এবং চীনে শয্যায় সজ্জিত। এর মধ্যেই হঠাৎ করে কানে গেল শাঁখ–ঘণ্টার আওয়াজ। কি ব্যাপার! সেই আওয়াজের দিকে ধেয়ে গেলাম আমরা দেখি মা কালীর সন্ধ্যা আরতি হচ্ছে। কিন্তু এ কি ব্যাপার চীনারা তো বুদ্ধদেবের চরণে গিয়েছে, আর মা কালীর সাথে বুদ্ধদেবের ভাবনার বেশ দূরত্ব আছে। একদিকে পাঁঠাবলি আবার অন্যদিকে অহিংসার ভাবনা। এখানে তো তারা অনেক জায়গাতেই বুদ্ধিস্ট কলোনি তৈরি করেছিল অহিংসা প্রচার করবার জন্য। তবে চীনারা যে পুরোপুরি অহিংসার প্রতীক তাও বলা যায় না, কারণ চিকেন–চাউমিন মোটেই অহিংসার বার্তা দিচ্ছে না, তবে থাক এসব কথা, পরে আলোচনা করা যাবে। তাহলে এখানে কালীপুজো হচ্ছে কেন আবার মা কালীর প্রসাদে রয়েছে মোমো, চাউমিন থেকে শুরু করে আরো কত কিছু। আরতি শেষ হতে পুরোহিতের কাছে জানা গেল এই মন্দিরের ইতিহাস। সকলে এই মন্দিরটিকে চীনা কালীবাড়ি বলে জানেন। বহুবছর আগে যখন চীনারা এখানে এসেছিল তখন এক চিনা দম্পতির শিশুর খুব শরীর খারাপ হয়। তার বাবা–মা অনেক ডাক্তার–বদ্দি করার পর কিছুতেই কিছু না হওয়ায় এক সাধকের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি এই বটগাছের তলায় রাখা পাথরটির কাছে পুজো দিতে বলেন। তারপরেই ঘটে যায় এক অলৌকিক ঘটনা। শিশুটি ভালো হয়ে ওঠে, সেই থেকেই সকলের বিশ্বাস তৈরি হয় মা কালীর ওপর। শুরু হয়ে যায় পূজা অর্চনা। ঠাকুরের ভোগ কি দেওয়া হবে এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শেষে ঠিক করা হয়, চীনা খাবারই হবে মায়ের ভোগ। সেই থেকে এখনো চাউমিন, চিলি চিকেন, মোমো, চপসি.... মায়ের ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। পরে এক চীনা ব্যবসায়ী এই মন্দিরটি তৈরি করে দেন। আসলে বোঝা গেল কালী কি কারুর একার? আমরাও প্রসাদ খেয়ে আশীর্বাদ পেলাম বটে কিন্তু মন পেট কিছুই ভরলো না। তাই চিনা রেস্টুরেন্ট থেকে রাতের খাবার সেরে ফিরে এলাম। ছবি : রিয়া দাস

কচুরির দোকানে কাজ করছেন প্রাক্তন প্রধান

পার্থ কুশারী

ক্ষমতার দাপটে যিনি এক সময় গ্রামের প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন আজ অভাবের তাড়নায় তিনি চম্পাহাটি স্টেশনে রোড়ে একটি ছোট কচুরি দোকানে দিনমজুরের কাজ করছেন। চম্পাহাটি প্রাক্তন প্রধান অনন্ত মণ্ডলের এই করুন চিত্র দেখে অবাক এলাকাবাসী। চম্পাহাটি প্রাক্তন প্রধান অনন্ত মণ্ডল ১৯৯৮ –২০০২ পর্যন্ত চম্পাহাটি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। এক সময় তাঁর হুকুমে চলতো গোটা গ্রাম। ক্ষমতার পালা বদলের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বা ব্যক্তিগত আর্থিক সংকটের কারণে আজ তিনি চরম দরিদ্রের জর্জরিত। বাধ্য হয়ে 'সুখেনের মুখরোচক কচুরি' দোকানে সামান্য বেতনের কাজ নিচ্ছেন। এই ঘটনায় এলাকায় মানুষের মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। কেউ কেউ তার এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছেন না। আবার কেউ কেউ জীবন সংগ্রামের তার এই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাচ্ছেন। প্রাক্তন প্রধান অনন্ত মণ্ডল একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর এই বর্তমান পরিস্থিতির সম্পর্কে জানালেন, 'জীবন তো থেমে থাকে না, পেট চালাতে যা পারি তাই করছি। সম্মান সবার আগে, কিন্তু অভাবও বড়ো বালাই।'

দাদখালির দা জলাশয়ে পাখিদের আনাগোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ প্রহর হুক্কা হুয়ার ডাক শেষ হলেই শোনা যায় এদের ডাক। তবে এদের ডাক হুক্কা হুয়ার মতো কর্কশ নয়। মিষ্টি মধুর কলকাকলি। এদের ডাকেই শীত ঘুম ভাঙে এলাকাবাসীর। মিষ্টি আহ্বান পেয়ে দেশ বিদেশ থেকে ফিবছর ছুটে আসে এদের দল। এরা মানে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি। সরাল, হাঁস বিগড়ি, পানপায়রা, ইত্যাদি। এদের সাথে তাল মেলায় এদেশের শতশত পানকৌড়ি, শামুখখোল, মাছরাঙা, বাঁশপাতি, বসন্তবৌড়ি, ঘুঘু, খঞ্জন। এদের সকলের মেলবন্ধন আমতার বিখ্যাত ছোটমহরা–চাকপোতা–জগন্নাথপুর লাগোয়া দাদখালির জলাশয়ে। ৫১ বিঘার বৃহত্তর জলাশয়ে সারাদিন ওদের লাফালাফি দাপাদাপি খুনসুটি ব্যস্ত মানুষকেও কিছুক্ষণ আটকে রাখে। আবার সূর্য অস্ত গেলেই ওরা চলে যায় বিশ্রামে। কেউ চুপটি মেরে বসে থাকে পানার ওপর। কেউ আশ্রয় নেয় জলাশয়ের পাড়ে। কেউ বা দোল খায় আশুত গাছের ডালে। পাখি ছাড়া দেখা যায় যত্রতত্র শেয়ালের আনাগোনা। উপরি পাওনা সবুজ ক্ষেতে ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, শশা, টমেটোর আলিঙ্গন। হলুদ সরষে ফুলের আকর্ষণীয় শোভা। কলকাতা বা হাওড়া থেকে ট্রেনে বা বাসে আমতা আসা যায় সহজেই। আমতা থেকে দাদখালি জলাশয় বা দাদখালির দা ১০–১৫ মিনিটের পথ। পুনশ্চ – দাদখালি জলাশয়ের পরম সম্পদ বড় বড় রুই কাতলা আর রুপোলি খয়রা মাছ।

কবিতা

সাথী
ভীম ঘোষ

অরুণ স্বপ্নে তরুণ সৃষ্টি কণায়
যতই দেখছি, অবাক হচ্ছি শিরায় উপশিরায়
টোবিলে দুটি হাত উৎকর্ষতা মাখছে ।
নিঃস্ব হচ্ছো, সর্বহারা হচ্ছো বৈকালিক রোদে
ফালি হচ্ছো ভুতুড়েগল্পে।
বুঝেও বুঝছো না, লাল পাহাড়ীর দেশে।
কারণে অকারণে যতি–চিহ্ন
চিহ্নিত হচ্ছো ভেতরে এবং বাইরে।
মায়া করবীর নেশায় মাতাল প্রত্যাশায়,
পিছনে তাকিয়ে দেখছ, শুধুই ধু ধু প্রান্তর॥

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

সময় ফুরিয়ে গেলে
তীর্থঙ্কর সুমিত

সময় ফুরিয়ে গেলে
ঘড়ির বিবর্তন ঘটে
অসমাপিকা ক্রিয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে
নিদারুণ স্পষ্টে অক্ষরের শিলালিপি লেখে
বৃদ্ধ বনসাই যৌবন হারিয়ে
রোদ মরিচের বাগানে
একাকী অপেক্ষারত
না জানি কত ব্যর্থতা ক্রমশঃ মুছে যেতে যেতে
একদিন বৃষ্টি হয়ে ঝরবে খরা মাটিতে
তুমি শব্দের কেমন যেন একটা পরিবর্তন ঘটবে
আর ঘড়ির কাঁটা স্থির হয়ে
নিজেকে মেলে ধরবে কোনো কালবৈশাখীর বুকে।

(মানকুণ্ডু, হুগলী)

পৌষ সংক্রান্তি
বিশ্বনাথ অধিকারী

পৌষ মাস সংক্রান্তি — বাংলা কাঁপছে
কনকনে শীত তাই — বেশ মজা হচ্ছে
ঘাটে ঘাটে ভোরবেলা — চলছে মকর স্নান
আমি যেন হিমালয়ে, — এ তো হিম অপমান
ঘরে ঘরে কূলবধূ — বাউনি কিনছে
তার সাথে ফুল দুর্বা — মিঠাইও নিচ্ছে ।
বাঙালী পরম্পরা — পিঠে–পুলি উৎসব
সারা বছর চেয়ে থাকা — শিশুদের কলরব
গত সাঁঝে ঢেঁকিতে — চাল–গুঁড়ো হয়েছে
ঠাকুমা পিঠে–খোলা — কিনতে গিয়েছে
খেজুরের গুড় আর — সাদা গুঁড়ো চাল
দামে ভারি নারকেল — কী কপাল কী কপাল!
পিঠে–পিয়াসীর আত্মা — জিহ্বাকে বলছে
যতো পারিস পিঠে খা — সুগন্ধ ছুটছে
বাংলার ঐতিহ্য — বাঁচাতে হবেই
নবান্নের সৌরভ — দীপ তো জ্বলবেই
শিক্ষিতে বধূগণ — অনেকেই জানেন না
কিভাবে বানাতে হয় — শিখতেও চান না
সেই যে জোড়া উনুন — শিশুদের বায়না
যেন তর সয় না — আর দেখা যায় না॥

(কলকাতা–৭৮)

পৌষ পার্বণ
সীতারাম ভকত

এলো যে বরষ পরে পৌষের মেলা
বাঙালীর ঘরে ঘরে নূতন ধানে নবান্নের মেলা
কনকনে শীত আনে উত্তরের বাতাস
রৌদ্রের ওম্ পেতে মনে হাহুতাশ
হাড় কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, শীত যেন কোন্ শত্তুর
এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে, মন পেতে চায় রোদ্দুর
খুশীর আমেজ আনে পৌষ–পার্বণ, জিভে জল, মন উচাটন
শীত–সকালে ভালোই লাগে,গরম চায়ে চুমুক।

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

শীত আসছে
নন্দিতা বিশ্বাস

পড়ছে শিশির জমছে দুর্বা ঘাসে
বাতাসও তার খবর পাঠায় মৃদুমন্দ হেসে
ওই যে কুঁড়ে ঘর, যেজন থাকে হোথায়
কপালে তার চিন্তার ভাঁজ পড়ছে এঁকে বেঁকে।
ধান বিকোলে আগে কিনব গরমজামা দুই
কষ্ট না সয়, গত শীতে হায়
বউ ছেলেতে কয়, মরব নাকি আজই!
এমনি করে শীত আসে আর যায়
নবীন শুধু একটু গরমের আশায়।
তবু কেমন জমছে হিম, বেহায়া হাসি হেসে
বাতাসও তার খবর পাঠায় মৃদুমন্দে হেসে
আসছে শীত হাসছে ভোজন রসিক
ফরমায়েসি খাবার দাবার হচ্ছে তৈরী তাই
আহা ! এ সুখ যেন আর কোথ্থাও নাই
ওই যে খালি গায়, আছে অপেক্ষায়
একটুখানি গরমের আশায়॥

(গড়পাড়া,গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগণা)

শীতের মজা
অসীম চক্রবর্তী

শীত কালে ভাই সর্দিকাশি, ঠাণ্ডা গলায় বুকে
তবুও শীতে অনেক মজা, বলছি এ বুক ঠুকে।
কান কটকট্ দাঁত কনকন্, শীত তবুও রাণী
শীতের নানা মজার কথা বলছি যে টুক জানি।
সকাল দুপুর কিমাব বিকেল নয়তো শীতের রাত
শীত হলো গে বহুরূপী, রূপেই হবে মাত।
শীতের ভোরে পথঘাট সব কুয়াশাতে মোড়া
কনকনে শীত তুষারপাত আর শিউলি ঝরে পড়া।
শীতের সকাল চায়ের দোকান, মাটির ভাঁড়ে চা
মাংকি ক্যাপে মাথা ঢাকা, রোদ পোহানো গা।
শীতের দুপুর ঘুম ঘুম ভাব, ঠাণ্ডা জলে ভয়।
ঠোঁট ফেটেছে, গাল ফেটেছে, বোরোলিনের জয়
শীতের বিকেল চপ কাটলেট, গরম কফির ধোঁয়া
নলেন গুড়ের সন্দেশ আর জয়নগরের মোয়া
শীতের মজা পিঠে পায়েস, খেজুর রসের গন্ধ
চিড়িয়াখানা পিকনিক আর ভ্রমণেই আনন্দ
শীতের রাতে শহর জুড়ে নানান অনুষ্ঠান
ফিল্মোৎসব, নাটক, মেলা, কোথাও বাউল গান॥

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১)

শীত শীত করে
পার্থসারথি সরকার

শীত আসুক না আসুক
আমার কেমন শীত শীত করে
কুসুমের মিষ্টি সোহাগে
পলাশের লাল জাগে
কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার পাশে
রাধাচূড়ার হিল্লোল নেমে আসে
আমার কেমন শীত শীত করে
শিমূল মহুলেআধো আধো প্রেম মাখে
নিভৃতে কেয়া খোলে কমলের সুখে
বকুলের পাশে কামিনী জ্বলে
বকুল হলুদ হয় কামিনীর নীলে
আমার কেমন শীত শীত করে
রোদ্দুর খেলা করে প্রেমিকার খেলায়
দুপুর উন্মনা আঁচলের দোলায়
তবু প্রেম শিরশির করে
আমার কেমন শীত শীত করে

(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

অভিমানী
সৌমেন্দু মুখার্জী

বহু বাধা পেরিয়ে যে শীত এলো সবার শেষে
থাকবে ক দিন, এই প্রশ্ন ঘুরছে সবার মনে
শীতকাল হল বড় অভিমানী, এসেই চলে যায়
ঠাণ্ডা যারা পারে না সইতে, শীত এলে কাঁপে তাই
এতেই শীতের হয় অভিমান, আর কেন চলে যাই !
আসবো না হয় পরের বছর. যদি তোমাদের ডাক পাই।

(রাজা রামমোহন রায় রোড, বড়িষা, কল–৮)

তুমি কি কেঁপে কেঁপে উঠছ
রবীন প্রামাণিক

তুমি কি কেঁপে কেঁপে উঠছো এই নিশাচর জনসমুদ্রের মাঝে!
এরা কখনো ঘুমায় না, কখনো জেগে থাকে না,
রাত্রের পৈশাচিক ছন্দ, মদিরা হয়ে গিলে ফেলে মানুষের মন।
সমুদ্রের মাঝো একটি দুটি দ্বীপ
যারা নিশ্চিন্তে জেগেছিল এতকাল
আজ তারাও ডুবে যাচ্ছে
প্রকাণ্ড আকাশ ভেঙে পড়ছে অশ্রুধারায়।
কোথাও কোন প্রতিরোধ নেই
কোথাও কোন স্থিতিশীলতা নেই
প্রভূত অসহিষ্ণুতা, ধূলোঝড় উঠছে
বসুন্ধরা, তুমি কি কেঁপে কেঁপে উঠছো!
আমাদের নিজস্ব দ্বীপটাও ডুবে যাচ্ছে
একবার তুমি দ্বীপের কাছে চল
মাথার ওপরে মেলে দাও রক্তকরবীর আঁচল।

(রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা–৯২)

চালাকি
সৌমিত্র কুণ্ডু

কোকিলেরা ডিম পাড়ে কাকের বাসায়
দূরে কুহু ডাক ছাড়ে ফোটার আশায়।
পানকৌড়ী ডুবে জলে মাছ ধরে ওড়ে
চতুরেরা ভিড়ে দলে খায় পেটপুরে।
হাতুরিটা স্যাকরার পিটে ধূমধাম
চিৎ বুকে লেই বেটার ছোটে কালঘাম
চালাকির মরীচিকা পরিণত দম্ভে
দেখি কত চামচিকা ওড়ে ভরা কুম্ভে!

(রামজীবনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)

প্রত্যাশাহীন
কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস

পাওয়া স্মারক দিলাম হাতে
নেবেনা তুমি কোনও মতে
তোমার স্মারক তোমার জন্য
আমার দেওয়া চাই না ক্ষণে
তোমার সম্মান তোমার মধ্যে
আমার পাওয়া কোন যে সাধ্যে
স্মারক বেশ ছোট হলেও
ভালোই পেলে এগিয়ে চলো
এগিয়ে চলায় উজ্জ্বল মুক্ত
কাকে সম্মান, কোথায় যুক্ত!
যুক্ত চাইছি বিত্তের সঙ্গে
বিত্তেরা দেবেন হেম অঙ্গে
আজ ছিল না কোন অলংকার
তা হলে অবরোধে হতাম জেরবার
জেরবার হওয়ার হয় না ইচ্ছা
চাইনা প্রকাশ বিগত কেচ্ছা।

(বড়িষা, কল–৮)

আজব মানুষ
অরবিন্দ দাস

আজব মানুষ আজগুবি সব কর্ম বিপরীত
গ্রীষ্মে চড়ায় গরম পোষাক, তখন লাগে শীত
সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটায়, জাগে সারাটি রাত
অসৎ কর্ম রাত্রে সারে, এ হেন বদ্–জাত
হাতের ভরে হাঁটতে থাকে পা–এ ভোজন সারে
সাধারণে বিস্মিত হয় বিরূপ ব্যবহারে
সুখে কাঁদে, দুখে হাসে সাদায় দেখে কালো
দিবস কালে দেখতে পায় না, আঁধারে দৃষ্টি ভালো
মিথ্যে–টাকে সত্যি মানে, ভুল নির্ভুল মানে
মাটিতে নয় গাছ লাগিয়ে পাথরে জল ঢালে
ফল পাবে না গাছ শুকাবে জীবনটা বেহালে
এমন মানুষে ভরলে দেশ যাবে রসাতলে
প্রাণের রসদ কেমন করে শুকনো গাছে মেলে!

(রাজারামপুর, শীতলাতলা, দঃ২৪ পরগণা)

সন্বলে সততা
কৌশিক শীল

দুপুরের পর থেকে অস্থির মনটা
অন্তর অনুরণনে মুঠোফোনের স্বরটা,
নরম গলায় মোলায়েম আকুতি
কাতর প্রার্থনায় যাওয়ার মিনতি।
আগুপিছু ভাব অস্থির চিন্তন
সন্দিগ্ধতার বশে অকাল নিমন্ত্রণ
ক্ষমতার আহ্বানে অনিচ্ছায় গমন
সাজানো চক্রব্যুহে অজান্তে পদার্পণ।
বের হয় দাঁত–নখ ভেকধারীর
সততাই সম্বল একলা নারীর।
মিথ্যাচার শক্তিশালী সদলবলে
যেনতেন জিততেছলে কৌশলে
মিথ্যের জঙ্গলে কোণ ঠাসা সততা
মলিন ম্লান সৎ নিষ্পেষিতা।
স্থির লক্ষ্যে পরমপ্রভু স্মরণে
জয়মাল্য গলায় সময় উত্তরণে।

(বেলগাছিয়া, কলকাতা)

বড়দিন
শেফালী সরকার

মনে পড়ে বড়দিন এলে,
যীশু এসেছিল মা মেরীর কোলে ,
এদিন গীর্জাগুলিতে ঘন্টা অবিরাম
আলোর মালায় সেজে ওঠে পূব–পশ্চিম
প্রভু যীশুর প্রার্থনায়নত হই,
তুমি ভালবাসা আর ক্ষমা দিয়ে
জগৎবাসীর মন করেছিলে জয়।
ছোটরা থাকে উপহারের অপেক্ষায়।
সান্টাক্লস কখন এসে উপহার রেখে যায়!
আনন্দ–উৎসবে মেতে ওঠে মানুষ জন,
কমলা আর কেক–এ জমে ওঠে বনভোজন।

(ম্যুর এভিন্যু, কল–৪০)

আজ টাকার মত দামি ভালোবাসা নয়
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

টাকার মত মূল্যবান বস্তু না আমি, তোমার কাছে
তোমার হৃদয় ভেনিটি ব্যাগে কেন রাখবে আবার যত্ন করে?
আমি তো আর স্বর্ণের মত দামি নয় তোমার নিকটে
সরিয়ে দাও তাইত দূরে দূরে।
একবার যদি দাঁড়াতে পারতাম যশ খ্যাতির শিখরে–
আর যেতে হোত না কোন বিশ্বের দ্বারে দ্বারে
সবাই আসতো এ পায়ের নীচে,
কিন্তু তখন আবর্জনা ভেবে ফেলতো না আর
তুমি ডাস্টবিনে।
কিন্তু নেই আজ সে পরিচয় দেওয়ার মত করে,
আবার এ হৃদয় খুঁড়ে বুঝবে কি করে
সে যন্ত্রণার ব্যাথাটা কতটা কষ্টের অনুভব
করবে কি করে
কখনও পাওনি কোন কষ্ট তুমি নিজে
আজ তোমার কাছে আমার সবটাই ফাঁকা,
আমি নয় মূল্যবান কোনও টাকা।
আবার পড়ে থাকি ঝরা ফুলের মত কত বসন্তে
এ পথের ধারে, গাছের নীচে।
মূল্যবান নই কোনও টাকার মত
কেউ নেয় না তুলে হাত ধরে তাইত
পড়ে থাকি মাটির দেশে অযত্নে বনলতার মত।

(কলকাতা–২৭)

অনুগল্প

ভদ্রতা

শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

অফিস থেকে বাড়িতে ফিরেই দেখে ছেলে কাঁদছে। বাবা জিজ্ঞেস করলো, চিড়িয়াখানায় যাও নি?

ছেলে বলল, হ্যাঁ গেছি।

তাহলে কাঁদার কি হলো?

মা আমাকে বাসের মধ্যে অত লোকের সামনে মারলো!

কেন?

বাবা,তুমি বলোনি, ট্রামে বাসে বসে থাকো, তোমার সামনে যদি গুরুজন দাঁড়িয়ে থাকে, তুমি জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাকে বসতে বলবে! বলো নি?

হ্যাঁ বলেছি। এটা হল ভদ্রতা। লেখাপড়া শিখলেই হবে না। পড়াশোনা করছি, অনেক বড় বড় বই পড়লুম অথচ ভদ্রতাটা জানবে না, এটা ঠিক নয়।

তাহলে মা আমাকে অত লোকের সামনে মারলো কেন?

মারবো না তো কী, মা ছুটে এসে বাবাকে বলছে, আসার সময় বাসে বেশ ভিড়। আমি লেডিস সিট পেয়ে বসেছি। আর ওকে কোলে তুলে নিয়েছি। কোলে বসল .. আর বসেই – ছিঃ ছিঃ ...

ছিঃ ছিঃ পরে বোলো, কী হলো তারপর?

বসেই জানোয়ার ছেলে কোল থেকে উঠে দাঁড়ালো। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোককে বললো, আপনি আমার জায়গায় বসুন।

(কালীঘাট, কলকাতা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্তের জন্মদিন উদযাপন
বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ি অধিগ্রহণের দাবি

উজ্জ্বল সরদার

স্বনামধন্য প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্তের ১৩১ তম জন্মদিন পালন ও তাঁর বসতবাড়ি রক্ষার ডাক দিয়ে পদযাত্রার আয়োজন হল জয়নগরে। ১৮৯৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কালিদাস দত্ত। সুন্দরবনাঞ্চলের বিস্তৃত জমিদারী সামলানোর পাশাপাশি এতদঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এখানকার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান আর প্রত্ন নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট ও অন্যান্য সংগ্রহশালায় তাঁর সংগ্রহের প্রত্নবস্তু আজও সংরক্ষিত হচ্ছে। অখণ্ড বাংলার প্রত্ন ইতিহাস সংস্কৃতি চর্চার শীর্ষস্থানীয় পীঠস্থান রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি–র সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। সেখানকার একাধিক মনোগ্রামে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। জয়নগরের জে এম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বিদ্যালয়ের

একটি অংশে ১০ ডিসেম্বর সারাদিন ব্যাপী 'প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতি রক্ষা সমিতি'–র উদ্যোগে আয়োজিত হল কালিদাস দত্ত স্মরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান। এদিনের সূচনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট–এর কিউরেটর দীপক কুমার বড়পণ্ডা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জিত জোতদার, বিশিষ্ট গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষক পূর্ণেন্দু ঘোষ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অধ্যাপক, গবেষক, লেখক, সংগ্রাহক প্রমুখরা যোগদান করেন এই অনুষ্ঠানে। এদিন কালিদাসবাবুর দৃষ্টান্তকারী কাজ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলেন বিভিন্ন ব্যক্তিগণ। সারাদিনের অনুষ্ঠানের পর জয়নগরে কালিদাস দত্ত বাবুর বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ি পর্যন্ত একটি মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখান থেকে দাবি ওঠে ওই বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িটি দ্রুত সরকার অধিগ্রহণ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হোক। 'প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতি রক্ষা সমিতি'–র পক্ষ থেকে এনিয়ে আগামীদিনে আরও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের ডাক দেওয়া হল এদিনের অনুষ্ঠান থেকেই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির হার বিশেষ নজরকাড়া না হলেও, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন এখানে এসেছিলেন। কালিদাস দত্ত বাবুর ১৩১ তম জন্মদিন পালনে শ্রদ্ধার সাথে সম্পূর্ণ করার জন্য কোন ঘাটতি ছিল না।

সংস্কৃতির সৈনিক অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় স্তরে সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য 'সংস্কৃতির সৈনিক অ্যাওয়ার্ড–২০২৫' এর জন্য মনোনীত হয়েছিলেন সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের সঙ্গীত শিল্পী প্রদীপ বোস। ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের তরফে। পুরস্কার প্রসঙ্গে প্রদীপ বোস জানিয়েছেন,'পারিবারীক সূত্রে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ। তাছাড় বাংলা গানের জন্য মান্না এবং হিন্দি গানের জন্য কিশোর কুমারকেই খুবই পছন্দ। এছাড়াও লতা মঙ্গেশকর, রাহুলদেব বর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কে এল সায়গল, এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম আমার প্রিয় শিল্পী। তাঁদের ঐশ্বরিক কণ্ঠকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে চলেছি। ইতিমধ্যে 'সংস্কৃতির সৈনিক অ্যাওয়ার্ড– ২০২৫' এর জন্য

আমাকে মনোনীত করা হয়েছে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের তরফে। আমি খুশি এবং আপ্লুত। এই অ্যাওয়ার্ড ক্যানিং তথা সমগ্র সুন্দরবন এলাকার সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য উৎসর্গ করলাম। যা আগামী দিনে আমার চলার পথে পাথেয়।'

বোস পরিবারের সকলেই সঙ্গীতের সাথে জড়িত। পারিবারীক ধারাবাহিকতায় শিক্ষাগুরু অরুণ মুখার্জীর হাত ধরে মাত্র ৬ বছর বয়সে তবলায় হাতে খড়ি হয় প্রদীপ বোসের। পরবর্তী সময় পন্ডিত শ্যামল বোস, পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও পন্ডিত মল্লার ঘোষের সান্নিধ্যে তালিম নেন। তবলার পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে থাকেন।

মন্ত্রী–অভিনেতা স্বপনে চমকিত আমজনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'। বাংলায় বহুল প্রচলিত এই প্রবাদবাক্যটি আক্ষরিক অর্থেই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের ক্ষেত্রেও সমানে প্রযোজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ক'জন গুরুত্বপূর্ণ নেতা–মন্ত্রী রয়েছেন তাঁর মধ্যে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ অন্যতম। একইসঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরেরও দায়িত্বে রয়েছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ তাঁর মন্ত্রিসভার পাহাড়প্রমাণ কাজ সামলানোর পাশাপাশি মনের একঘেয়েমি কাটাতে মাঝেমধ্যেই যাত্রাপালায় অভিনয়ও করেন। রীতিমতো সাজানোগোছানো স্টেজে হাজার হাজার দর্শকের সামনে সাবলীল অভিনয় বলতে যা বোঝায় তেমনটাই উজাড় করে দেন তিনি। কখনও পৌরাণিক যাত্রাপালায় নারায়ণ বেশে কখনও চৈতন্যদেব আবার কখনও সামাজিক গল্পে রহিমচাচার ভূমিকায় মন্ত্রীমশাইয়ের অভিনয় নজর কেড়ে নিয়েছে বঙ্গবাসীর। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাবরই দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত স্বপন দেবনাথ তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই মাটির কাছাকাছি থাকতেই ভালোবাসেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভের পর কিছুদিন শিক্ষকতা, তারপর আইন পেশায় প্রবেশ করলেও তিনি কখনও গ্রামের মানুষগুলোর সহজসরল জীবনযাপনকে ভুলতে পারেননি। সেইসঙ্গে গ্রাম্য সংস্কৃতির একাধিক ধারাকে আজও আঁকড়ে

ধরে চলেছেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিজ এলাকায় একাধিক খাল–বিল সংস্কারের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ গড়ে উঠেছে একাধিক হস্তশিল্প সামগ্রীর ক্লাস্টার। সেইসঙ্গে বাংলার যাত্রাপালার চিরাচরিত ঐতিহ্যকে রক্ষার করার ক্ষেত্রে স্বপন দেবনাথের অবদান অনস্বীকার্য। মূলত তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হওয়া একটি যাত্রাসংস্থা বর্তমানে রাজ্যজুড়ে কার্যত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই যাত্রাসংস্থার কুশীলবদের সঙ্গে স্বপন দেবনাথকেও প্রায়শই দেখা যায়। তবে, মন্ত্রকের কাজে দিনরাত ভীষণ ব্যস্ততার ফাঁকেই মন্ত্রীমশাই অভিনয়ের জন্য যেভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন সেটা দেখেই চমকিত রাজ্যবাসী। শীতকাল মানেই উৎসবমুখর গ্রামবাংলায় যাত্রার মরশুম। কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ থেকে কাঁথি থেকে করিমপুর রাজ্যের সর্বত্র যাত্রাপালার আনন্দ উপভোগ করার জন্য মুখিয়ে থাকে আমজনতা। সেই যাত্রামোদী দর্শকদের নিজ নিজ অভিনয়ের মাধ্যমে মাতিয়ে রাখতে কুশীলবদের যে ধরনের ভূমিকা থাকে তার চেয়ে কার্যত কোনও অংশে কম নন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

করঞ্জলীর নালন্দা বিদ্যালয়ের ৩০–এ পা

উত্তম কর্মকার : কুলপি ব্লকের করঞ্জলী অঞ্চলে ১৯৯৫ সালে করঞ্জলীর নালন্দা বিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। দেখতে দেখতে শিশুদের নিয়েই ৩০ বছরে পা দিল এবছর। সম্প্রতি তাকে সামনে রেখেই নালন্দার বাৎসরিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে বাণিজ্য মেলা ও বইমেলা হয়। এই মেলায় শিশুরা তাদের নাচ, গান, আবৃত্তি, ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 'লাল কমল নীল কমল' এবং 'চিৎকার কর মেয়ে' নৃত্যনাট্য দুটি শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয়। শিক্ষক, চিত্র শিল্পী, আবৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও শিক্ষিকা মৌমিতা শিকারির কণ্ঠে কর্ণ– কুন্তীর সংবাদ অনুষ্ঠানের ভিন্নমাত্রা যোগ করে। উপস্থিত ছিলেন কবি প্রণবকুমার পাল, ছড়াকার উৎপল কুমার ধারা ও শিশির পাইক, শিক্ষক বিমল কুমার ঘোষ ও ড. তপন কুমার হালদার, গীতিকার কবি দয়াময় হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বেবী মিত্র, মিশন ওয়ান ওয়ার্ল্ডের জেলা কমিটির সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ দাস ও করঞ্জলি বি কে ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সত্যম

হালদার। শিল্পী অনিমেষ ধাড়ার সংগীত সকলকে মুগ্ধ করে।

অন্যদিকে, নালন্দার কর্ণধার মৃণাল কান্তি জানান, 'শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় নয় প্রতিগত শিক্ষার পাশাপাশি আগামীদিনে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে চাকরি গুরুত্বপূর্ণ নয় সেখানে ব্যবসা–বাণিজ্য থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ের রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে ধ্যান–ধারণা ছোট থেকেই গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' এই অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের থেকে শুরু করে অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন ঠিক তেমনি এই ভাবেই আগামীদিনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায় নালন্দা।

ভারতী সংঘের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালী থানার অন্তর্গত ভারতী সংঘ ৭৫ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৭ ডিসেম্বর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রবীন্দ্র নৃত্যের তালে তালে সংঘের ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করতে করতে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। চলবে ২১ ডিসেম্বর অবধি। প্রতিদিনই থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। প্রচুর মানুষের উপস্থিতি সকলের নজর কেড়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভারতী সংঘের সদস্যরা পরিবেশন করবে নাটক মহাবিদ্যা। এছাড়াও অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ নৃত্যনাট্য। যোগব্যায়াম প্রদর্শনীতেও কচিকাঁচাদের পাশাপাশি বড়রাও অংশগ্রহণ করে। ভারতী সংঘের পক্ষ থেকে ছিল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। ৫ দিনব্যাপী এই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ঘিরে বিভিন্ন মেলারও আয়োজন ছিল। ভারতী সংঘের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় ৭৫ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আতশ কাচে

মনুর সোনা

অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকের এবং চলতি বছরের আইএসএসএফ বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বর্ণ পদকজয়ী সিমরানপ্রীন কৌর ব্রার ৬৮ তম জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়ানশিপে সোনা জিতেছেন। নতুন দিল্লীর কার্নি সিং শুটিং রেঞ্জে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মনু ভাকের মহিলাদের ২৫ মিটার স্পোর্টস পিস্তলে এবং সিমরনপ্রীত মহিলাদের ২৫ মিটার স্পোর্টস পিস্তলের জুনিয়ার বিভাগে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন।

শীর্ষে বৈভব

বিরাট কোহলিকে ছাপিয়ে ২০২৫ সালের ভারতের জনপ্রিয়তম ব্যক্তি হলেন বৈভব সূর্যবংশী। ১৪ বছরের তার গুগলে সবচেয়ে বেশিবার সন্ধান হওয়া ভারতীয় ব্যক্তিত্ব হয়েছেন।

ভিনেশ ফিরলেন

ভারতের কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগত অবসর ভেঙে প্রতিযোগিতামূলক কুস্তিতে ফেরার কথা জানালেন। প্যারিস অলিম্পিকে ফাইনাল ম্যাচের আগে নির্ধারিত ওজনের থেকে বেশি ওজন থাকার কারণে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়ার পর অবসর ঘোষণা করেছিলেন ভিনেশ। ইন্সটাগ্রামে ভিনেশ পোস্ট করে জানিয়েছেন, তিনি আজও খেলাকে ভালোবাসেন, তিনি এখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ভালো প্রদর্শনের জন্য তিনি নিজেকে তৈরি করছেন বলে জানিয়েছেন।

সিংহাসনে মান্ধানা

ব্যক্তিগত ধাক্কা সামলে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। চুটিয়ে অনুশীলনও করছেন তিনি। আর এর মধ্যেই পেয়ে গেলেন সুসংবাদ। আইসিসি'র ক্রম তালিকায় সিংহাসন ফিরে পেলেন তিনি। আইসিসি মহিলা ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিং। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ডকে সরিয়ে ১ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮১১। দ্বিতীয় স্থানে থাকা উলিভার্টের পয়েন্ট ৮০৬। তৃতীয় স্থানে থাকা অজি তারকা অ্যাশলি গার্ডনারের পয়েন্ট ৭৩৮।

শেফালির স্বীকৃতি

বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলেই ছিলেন না। কিন্তু প্রতীকা রাওয়াল আচমকা চোট পাওয়ায় দলে জায়গা পান। আর বিশ্বকাপ ফাইনালের সেরাও হন। ভারতকে বিশ্বসেরা করেন। এবার শেফালি বর্মার মুকুটে জুড়ল আরও একটি পালক। আইসিসি'র নভেম্বর মাসের সেরা মহিলা ক্রিকেটার হলেন ভারতের তারকা ওপেনার।

হকি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ

দীর্ঘ ৯ বছরের প্রতীক্ষার অবসান! জুনিয়র পুরুষ হকি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ পদক জিতল ভারত। ব্রোঞ্জ পদকের প্লে-অফে ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে হারিয়ে শেষ ১১ মিনিটে ৪ টি গোল করে ৯ বছর পর ভারত এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ২ বারের চ্যাম্পিয়ন (হোবার্ট ২০০১ এবং লখনউ ২০১৬) ভারত শেষবার ৯ বছর আগে পদক জিতেছিল।

নির্বাসন সীমার

ভারতীয় ডিসকাস থ্রোয়ার সীমা পুনিয়া ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়েছেন। ডোপিং লঙ্ঘনের জন্য প্রাক্তন এশিয়ান গেমস সোনার পদকজয়ীকে ১৬ মাসের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নাডা কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ ডোপিং তালিকা অনুসারে, ৪২ বছর বয়সী সীমার স্থগিতাদেশ গত ১০ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। তবে, নাডা কোন পদার্থের জন্য তা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে তা নির্দিষ্ট করেনি।

টিটি শিবির

সি এল টি-তে শুরু হল ইন্ডিয়ান অয়েল শীতকালীন মন্তেসরি টেবিল টেনিস কোচিং শিবির। পরিচালনায় সাউথ কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। উদ্বোধন করেন রূপা মুখার্জি। ছিলেন প্রসাদ ব্যানার্জি, দীপক চ্যাটার্জি, রবি চ্যাটার্জি, শঙ্কর মুখার্জি প্রমুখ।

স্কোয়াশে বিশ্বকাপ জিতে নতুন অধ্যায় শুরু ভারতের

সুমনা মণ্ডল: ভারতীয় স্কোয়াশে নতুন অধ্যায়। চেন্নাইয়ে এসডিএটি স্কোয়াশ বিশ্বকাপে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ল ভারত। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল গর্ব, অনুপ্রেরণা আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। ফাইনালে শক্তিশালী ও টপ সিডেড হংকংকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি জেতে ভারত। যার সুবাদে ২০২৩ সালে পাওয়া ব্রোঞ্জ পদক জয়ের সাফল্যকে ছাপিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। স্কোয়াশ বিশ্বকাপে এটাই দলগত সেরা সাফল্য। সোশাল মিডিয়ায় এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'এসডিএটি স্কোয়াশ বিশ্বকাপ ২০২৫-এ প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ার জন্য ভারতীয় স্কোয়াশ দলকে অভিনন্দন। জোশনা চিনাপ্পা, অভয় সিং, ভেলাভান সেন্টিল কুমার ও অনাহত সিং অসাধারণ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তাঁদের এই

সাফল্যে গোটা দেশ গর্বিত। এই জয় তরুণদের মধ্যে স্কোয়াশের জনপ্রিয়তা আরও বাড়াবে।'

টুর্নামেন্ট জুড়েই অপ্রতিহত দাপট। একটিও ম্যাচ হারেনি ভারত। গ্রুপ পর্বে সুইজারল্যান্ড ও ব্রাজিলকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে অভিযান শুরু। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩-০ জয়। সেমিফাইনালে দু'বারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মিশরকে একই ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত। ফাইনালেও জারি থাকে একতরফা আধিপত্য। অভিজ্ঞ জোশনা চিনাপ্পা মহিলাদের সিঙ্গলসে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৭ নম্বরে থাকা লি কা ই-কে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে ভারতকে এগিয়ে দেন। এরপর পুরুষদের সিঙ্গলসে এশিয়ান গেমস পদকজয়ী অভয় সিং মাত্র ১৯ মিনিটে ৩-০ ব্যবধানে হারান আলেক্স লাউকে। তৃতীয় ম্যাচে ১৭ বছরের অনাহত সিং বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩১ নম্বরে থাকা টমাটো হো-কে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে জয় নিশ্চিত করেন।

তিন ম্যাচেই কাজ শেষ হওয়ায় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ভেলাভান সেন্টিল কুমারকে নামতেই হয়নি। নিখুঁত পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মিশেলে এই সাফল্য ভারতীয় স্কোয়াশের জন্য মাইল ফলক। প্রধানমন্ত্রীর বার্তাও স্পষ্ট- এই জয় শুধু ট্রফির নয়, ভবিষ্যতের পথ দেখাবে।

মোহনবাগানের অনূর্ধ্ব ১৮ ফুটবল কালনাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসিকে দেখার খিদে মেটেনি অনেকেরই কিন্তু কালনায় অঘোরনাথ পার্ক স্টেডিয়ামে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৮ মোহনবাগান বনাম এস কে এম ফাউন্ডেশন এর খেলা দেখে অনেকটাই সাধ পূরণ হল। বেশ কয়েক দশক ধরে কালনার অঘোরনাথ পার্ক স্টেডিয়াম মাঠে লিগের খেলা চলত, সময়ের সাথে মাঠের অবস্থাও খারাপ

হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে ভালো খেলা প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অঘরনাথ পার্ক স্টেডিয়ামকে নতুন করে সাজানোর পর ক্রীড়াপ্রেমী মানুষেরা ভিড় জমাচ্ছেন ভালো খেলা দেখার আশায়, সেই সময় এগিয়ে আসেন কালনার এস কে এম স্পোর্টস ফাউন্ডেশন এর কর্তারা, সঙ্গে কালনা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে, শুরু হয় বেশ কিছু লিগের ম্যাচ, এরপরই আর থেমে থাকেনি একের পর এক বড় খেলা শুরু হয়ে যায় এই মাঠে রবিবার মোহনবাগানের সঙ্গে এস কে এম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনে খেলা ছিল। মাঠে খেলা দেখতে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। ঘরের মাঠে বসে মোহনবাগানের খেলা দেখা একটা বাড়তি পাওনা বলে জানালেন কালনার ক্রীড়া প্রেমী মানুষেরা। এদিন খেলা শুরু হওয়ার ২২ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি করেন মোহনবাগান। এরপর এক এক করে আরও দুটি গোল করে তারা ৩-০ ব্যবধানে জয়লাভ করে নেয়।

মিনি নিলামে একের পর এক চমক কেকেআরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবুধাবির এতিহাদ অ্যারেনায় আইপিএল মিনি নিলামে চমকের পর চমক দিল কেকেআর। অঢেল টাকা নিয়ে নেমে, যাকে চেয়েছে তাঁকেই নিয়ে ছেড়েছে কলকাতা। তবে এত সবের মধ্যেও সবচেয়ে সুখবর, অনেক বছর পর এক বঙ্গ ক্রিকেটারকে দেখা যাবে কলকাতার হয়ে খেলতে। দেখা যাবে এক বাংলাদেশের ক্রিকেটারকেও।

প্রত্যেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ৮ জন বিদেশি এবং সবমিলিয়ে সর্বোচ্চ ২৫ জন ক্রিকেটার দলে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ১০টি দলই সর্বোচ্চ কোটা স্পর্শ করেছে, অর্থাৎ সবাই ২৫ জনের স্কোয়াড সাজিয়েছে। মোট ৩৬৯ জন ক্রিকেটারের নাম ছিল। সেখান থেকে দল পেয়েছেন মোট ৭৭ জন ক্রিকেটার। সবাই ২৫ জনের কোটা পূরণ করলেও দুটি দল বিদেশির সর্বোচ্চ কোটা ৮ স্পর্শ করেনি। গুজরাট টাইটান্স ও লখনউ সুপার জায়ান্টস ৭ জন করে বিদেশি দলে নিয়েছে।

মিনি নিলামে সবথেকে বেশি ৬৪.৩০ কোটি টাকা নিয়ে নেমেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শেষবেলায় বাংলার ক্রিকেটার আকাশদীপকে বেস প্রাইস ১ কোটি টাকায় দলে নেয় কেকেআর। সেইসঙ্গে বেস প্রাইস ২ কোটি টাকায় তুলে নেয় রাচিন রবীন্দ্রকেও। এর আগে ২ কোটি টাকায় দুই কিউয়ি কিপার ফিন অ্যালেন ও টিম সেইফার্ট-কে ১ কোটি ৫০ লাখ টাকায় কিনেছিল নাইট শিবির।

এ বারের আইপিএল নিলামে

২৫ কোটি ২০ লাখ টাকায় ক্যামেরন গ্রিনকে দলে নেওয়ার পর ১৮ কোটি টাকায় শ্রীলঙ্কার পেসার মাথিশা পাথিরানাকে দলে নিয়েছে কেকেআর। তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে তেজস্বী দাহিয়াকে দলে নেয় কেকেআর। তেজস্বী দাহিয়ার বেস প্রাইস ছিল মাত্র ৩০ লাখ টাকা, কিন্তু নিলামে তাঁকে ১০ গুণ বেশি দাম দিয়ে নিয়ে নেয় নাইটরা। বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ৯ কোটি ২০ লাখ টাকায় দলে নেয় কেকেআর।

উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোনকে ১৩ কোটিতে কেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৮.৬ কোটিতে জস ইংলিশকে নেয় লখনউ সুপার জায়ান্টস। দল পেয়েছেন সরফরাজ খান। ভারত জাতীয় দলের ব্যাটসম্যানকে ৭৫ লাখ টাকাতে কিনেছে চেন্নাই সুপার কিংস। গত বার কেকেআরে ২৩ কোটিরও বেশি পেয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। এবার কলকাতা আগ্রহ দেখায়নি। আরসিবি মাত্র ৭ কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে। কাইল জেমিসনকে বেস প্রাইস ২ কোটিতে দলে নেয় দিল্লি।

একনজরে দেখে নিন কাদের কিনল কেকেআর

ক্যামেরন গ্রিন -২৫ কোটি ২০ লাখ, মাথিশা পাথিরানা - ১৮ কোটি, তেজস্বী সিং- ৩ কোটি, ফিন অ্যালেন- ২ কোটি, প্রশান্ত সোলাঙ্কি- ৩০ লক্ষ, কার্তিক ত্যাগী- ৩০ লক্ষ, মোস্তাফিজুর রহমান- ৯ কোটি ২০ লক্ষ, রাহুল ত্রিপাঠি- ৭৫ লক্ষ, সার্থক রঞ্জন- ৩০ লক্ষ, দক্ষ কামরা-৩০ লক্ষ, টিম সেইফার্ট-১ কোটি ৫০ লক্ষ, রাচিন রবীন্দ্র -২ কোটি, আকাশদীপ- ১ কোটি। (সব টাকার হিসেব)

২০২৬-এর জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের ফুল স্কোয়াড: রিঙ্কু সিং, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, অজিঙ্কা রাহানে, মনীশ পাণ্ডে, রোভমান পাওয়েল, সুনীল নারিন, রমনদীপ সিং, অনুকুল রায়, বরুণ চক্রবর্তী,হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, উমরান মালিক, ক্যামেরন গ্রিন, ফিন অ্যালেন, মাথিশা পাথিরানা, তেজস্বী সিং, কার্তিক ত্যাগী, প্রশান্ত সোলাঙ্কি, রাহুল ত্রিপাঠি, টিম সেফার্ট, মুস্তাফিজুর রহমান, সার্থক রঞ্জন, দক্ষিণ কামরা, রচিন রবীন্দ্র এবং আকাশ দীপ।

পাওয়ার লিফটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ হল ৫১-তম পাওয়ার লিফটিংয়ের পূর্বাঞ্চলীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। হাওড়া আন্দুলের পাইল্যা কিশোর ব্যায়াম সমিতির মাঠে ১০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। প্রত্যাশানুযায়ী বাংলার দুই ভারোত্তোলক বরানগরের অর্পণ মজুমদার এবং বালির স্নেহা ঘরামী সেরা হন। পুরুষদের বিভাগে ১০৫ কেজি ক্যাটেগরিতে ৮৬২.৫ কেজি তুলে প্রথম হয় অর্পণ। ১২০ কেজি বিভাগে প্রথম হন বিহারের ভূপেন্দ্র প্রতাপ সিং। অন্যদিকে মহিলাদের ৭৬ কেজি বিভাগে ৫৫০ কেজি তুলে প্রথম হন বাংলার স্নেহা ঘরামী। ৮৪ কেজি বিভাগে ৪৫২.৫ কেজি তুলে প্রথম হন বাংলার সোমা সরকার রায়। প্লাস ৮৪ কেজি বিভাগে প্রথম হন বাংলার সুস্মিতা দাস (৪৬৫ কেজি)। পূর্বাঞ্চলীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত সাফল্যের নিরিখে পুরুষ বিভাগে ২টি সোনা, ৩টি রুপো এবং ২টি ব্রোঞ্জ নিয়ে ৬৭ পয়েন্টের সঙ্গে পদক তালিকার শীর্ষে আয়োজক রাজ্য বাংলা।

দাবায় দ্বৈত সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্লোবাল চেস লিগে এই মুহূর্তে একই দলে খেলছেন এবং প্রায় একই লক্ষ্য নিয়ে লড়াই করছেন আর প্রজ্ঞনানন্দা, অনিশ গিরি ও ফাবিয়ানো কারুয়ানা। আলপাইন এসজি পাইপার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সিতে তাঁরা এখন সতীর্থ হলেও এই বন্ধুত্বের মেয়াদ সীমিত। খুব শিগগিরই দাবার সবচেয়ে কঠিন মঞ্চ ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে তাঁদের একে অপরের মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে শুধুমাত্র প্রথম স্থানই সাফল্যের মাপকাঠি।

২৩ ডিসেম্বর জিসিএল শেষ হলে রঙিন জার্সি খুলে তাঁরা ফিরে যাবেন নিজেদের পরিচিত লড়াইয়ের ভূমিকায়। মার্চ ২৮ থেকে এপ্রিল ১৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য ৮ জনের ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে প্রজ্ঞনানন্দা, গিরি ও কারুয়ানা লড়বেন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য—এবার আর সতীর্থ হিসেবে নয়, সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই।

মেরা ভারত যুবর উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সৃজিতা মালিক : ১৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি হাই স্কুলের মাঠে কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা মেরা ভারত যুবর উদ্যোগে এবং কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল একগুচ্ছ ব্লকভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম দিন ৮টি দলের মধ্যে ফুটবল

টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা ছিল। ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে যুবকদের মধ্যে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। জয়ী হয় বুলেটপ্রুফ বিজিত হয় সেভেন স্টার। উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অফিসার সুজাতা ভৌমিক, দপ্তরের অ্যাকাউন্টেন্ট অনুরাগ মিশ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ি প্রমুখ। ফুটবল টুর্নামেন্ট শেষে দুই দলকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ডিস্ট্রিক ইউথ অফিসার সুজাতা ভৌমিক বলেন, 'সমাজের যুবক যুবতীদের ক্রীড়া এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সচেতন করতেই মেরা ভারত যুব বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকে। আগামীদিনেও এই ধরনের নানা কর্মসূচির রূপায়িত হবে।' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তথা কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার তরুণ রায় বলেন, '১৪ নভেম্বর আরো বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে যুবকদের পাশাপাশি যুবতীরা ও অংশগ্রহণ করবেন।' তিনি ক্রীড়া প্রেমী সকল স্তরের মানুষদের আমন্ত্রণ জানান।

২৫.২০ কোটির ক্যামেরন পাবেন ১৮ কোটি!

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএলে আবারও রেকর্ড গড়ল কলকাতা নাইট রাইডার্স। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ক্যামেরন গ্রিনকে ২৫ কোটি ২০ লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিল কলকাতা। আইপিএলে সর্বাধিক দাম দিয়ে ক্রিকেটার কেনার প্রবণতা আগেও ছিল কেকেআরের। এ বারেও সেই ধারাবাহিকতা দেখা গেল মিনি নিলামে। অলরাউন্ডার গ্রিনকেই মনে করা হচ্ছে কেকেআরে আন্দ্রে রাসেলের যথার্থ বিকল্প।

নিলামের আগে থেকেই আলোচনায় ছিলেন ক্যামেরুন গ্রিন। বেস প্রাইজ ছিল ২ কোটি টাকা। নিলামের টেবিলেও তাকে নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করেছে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রথমে তার প্রতি আগ্রহ দেখায় কলকাতা নাইট রাইডার্স ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস। এক পর্যায়ে সেখানে যোগ দেয় চেন্নাই সুপার কিংসও। প্রথমে ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা দাম ওটার পর মুম্বই সরে যায়। এরপর ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকা দাম ওঠার পর রাজস্থানও সরে যায়। এবার আসরে নামে চেন্নাই। কারণ, রাসেলের বিকল্প দরকার ছিল কেকেআরের, অন্যদিকে চেন্নাই ছেড়েছে স্যাম কারানকে। ফলে, গ্রিনকে নিয়ে সম্মুখসমরে নেমে যায়। সেখানেই চড়চড় করে দাম বাড়তে থাকে। ক্যামেরন গ্রিনকে শেষপর্যন্ত বাজিমাত করে কেকেআর।

শেষ পর্যন্ত ২৫ কোটি ২০ লাখ টাকায় এই

অজি অলরাউন্ডারকে দলে নিয়েছে কলকাতা। আইপিএলের নিলামের ইতিহাসে বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে রেকর্ড দাম পেলেন গ্রিন। এর আগে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় মিচেল স্টার্ককে কিনেছিল কেকেআর। সেটাই ছিল এতদিন নিলামে কোনো বিদেশি ক্রিকেটারের পাওয়া সর্বোচ্চ দাম। এবার স্টার্ককে ছাপিয়ে গেলেন গ্রিন। নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙল কেকেআর।

তবে জানা গিয়েছে, বিশাল টাকা পেলেও, সরাসরি এত টাকা হাতে পাবেন না গ্রিন। কারণ নিলামে দামের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে দাম যেন না ওঠে সেটা এই নিয়মের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায় আইপিএল কর্তৃপক্ষ। তাই বিদেশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকের সর্বোচ্চ সীমারেখা রাখা হয়েছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি যে পরিমাণ টাকা দিয়ে কোনও ক্রিকেটারকে রিটেইন করবে, তার থেকে বেশি টাকা পাবে না কোনও বিদেশি ক্রিকেটার। ফলে এই মরশুমের জন্য সর্বোচ্চ রিটেশন স্ল্যাব ছিল ১৮ কোটি টাকা। তাই গ্রিন পাবেন মাত্র ১৮ কোটি টাকা। বাকি টাকাটা প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার খাতে খরচ হবে। কেকেআরকে তাই পুরো টাকাটাই দিতে হবে। তবে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এমন কোনও বিধিনিষেধ নেই।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘে শারীরিক শিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় এবং বাওয়ালি গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের সহযোগিতায় ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনাবাসিক

শারীর শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল ওই বিদ্যালয়ের মাঠে। এই শিবিরে ছাত্রছাত্রী এবং কর্মকর্তা মিলিয়ে মোট ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের সম্পাদক অনিল নস্কর জানালেন, 'শিবিরে পিটি প্যারেড সমবেত ব্যায়াম যোগব্যায়াম ক্যারাটে ও লোকনৃত্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বাওয়ালি গঙ্গা প্রসাদ বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদের এই শিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।' সাংগঠনিক সম্পাদক মানস নস্কর জানালেন, 'আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ সাল থেকে আবাসিক ক্যাম্প হবে নবাসন হাই স্কুলে। যেখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রতিটি ব্লক থেকেই ছাত্রছাত্রীরা শিবিরে অংশগ্রহণ করবেন। ওই শিবিরকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন মানসবাবু।'

চাপের মুখেই ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে অব্যহতি অরূপ বিশ্বাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুবভারতীতে মেসি অনুষ্ঠান ফেল। যেখানে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হচ্ছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। প্রবল চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে আপাতত ক্রীড়া দপ্তর নিজের হাতেই রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেই ইস্তফা পত্রে দেখা গিয়েছে একাধিক বানান ভুল। যুবভারতীর ঘটনার পর অরূপ বিশ্বাসের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। প্রচুর টাকার টিকিট কেটে দর্শকরা মেসিকে দেখতে না পাওয়ায় ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। ওইদিন মেসি স্টেডিয়ামে ঢোকার পর থেকে তার সঙ্গে ছায়াসঙ্গী হয়েছিলেন অরূপ। তাঁর ভূমিকা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন ওঠে। সুজিত বসু ও

অরূপের পদত্যাগ দাবি করে বিজেপি। খোদ তৃণমূলের মধ্যেও এ নিয়ে চাপা উত্তাপ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত কমিটি তৈরি করে দিলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। তারা অভিযোগ করে, মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেপ্তার করে নেতাদের পিঠ বাঁচাচ্ছে সরকার।

শেষমেষ ক্রীড়া দপ্তর থেকে ইস্তফার সিদ্ধান্ত নেন মমতার অন্যতম আস্থাভাজন অরূপ। ক্রীড়া মন্ত্রীর পদ ছাড়তে চেয়ে সোমবার হাতে লিখে মমতাকে চিঠি পাঠান তিনি। মঙ্গলবার ওই চিঠিটি সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। চিঠিতে অরূপ লিখেছেন, তদন্তে নিরপেক্ষতার স্বার্থে ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন। এই চিঠি ভাইরাল হওয়ার কিছু পরেই, এই আবেদন মঞ্জুর করে অরূপকে ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়ে অরূপ অত্যন্ত সঠিক কাজ করেছেন। যতক্ষণ না নিরপেক্ষ তদন্ত শেষ হবে, ততদিন নিজেই ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব সামলাবেন বলে জানিয়েছেব। অন্যদিকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসু পদত্যাগ করলে তদন্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে এগোবে।

তবে ক্রীড়ামন্ত্রীর এই পদত্যাগের পরও নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বিরোধীরা। এরমধ্যেই যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার পরই মেসি ও দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে সেই কমিটি অতি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে শুরু দিয়েছে। তবে তাতে এখনও অরূপ বিশ্বাস বা সুজিত বসুর মতো মন্ত্রীদের নাম দেখা যায়নি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com